অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা—২

অশ্বঘোষের

বুদ্ধচরিত

প্রথম খণ্ড

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

ভূমিকা

অশ্বঘোষ-কৃত সংস্কৃত বুদ্ধচরিতের ইংরেজী, জর্মান, রাশিয়ান, জাপানী ইত্যাদি পৃথিবীর নানা ভাষায় একাধিক অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে কৃত একমাত্র হিন্দী অনুবাদ ব্যতীত, বোধ হয় আর অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

ই. বি. কাওয়েল সাহেব, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে, মূল বুদ্ধচরিত প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে, তিনি নেপাল হইতে বুদ্ধচরিতের পুঁথির এক প্রতিলিপি (transcription) পান। ইহা হইতে, এবং নেপাল হইতে সংগৃহীত, কেম্ব্রিজ লাইব্রেরিতে রক্ষিত, অন্য এক প্রতিলিপি হইতে তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এই পুঁথির পাঠে বহু ভুল ছিল। সেইজন্য গ্রন্থ অনেক স্থানেই দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। বোথলিংক, সিল্ভ্যাঁ লেভি, ফরমিকি প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত, ঐ সকল ভুলপাঠের স্থানে যথার্থ পাঠ কী হইতে পারে, তাহা লইয়া বহু গবেষণা করেন, এবং দুর্বোধ্য শব্দের অর্থনির্ণয়েরও চেষ্টা করেন। তাঁহাদের ঐ প্রচেষ্টা কতকটা ফলবতী হয়। ১৯২৬-২৮ খ্রীস্টাব্দে এফ.ওয়েলের, বুদ্ধচরিতের তিব্বতী অনুবাদখানি উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করেন। তখন ভুলপাঠের স্থানে শুদ্ধপাঠ ও দুর্বোধ্য শব্দের অর্থনির্ণয় করা অনেকটা সহজ হয়।

সংস্কৃত বুদ্ধচরিতের কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ ভারতীয় কর্তৃকও প্রকাশিত হইয়াছে :

1. V. V. Sovani, Cantos 1-V. With a Sanskrit Commentary by Appa Sastri. Poona, 1911.

2. K. M. Joglekar, Cantos 1-V.
   With notes and translation. Bombay, 1912.
3. N. S. Lokur, Cantos, 1-V.
   With notes and translation. Belgaum, 1912.
4. G. R. Nandargikar, Cantos 1-V. Poona, 1911.
5. Jagannath Prasad Pandeya, Canto VIII.
   Bankipur, 1920.
6. Madhava Sastri Bhandari. ed. *Kavya-Samgraha* containing *Buddhacarita* (II-III). Bombay, 1929.

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বুদ্ধচরিত ১-৫ পাঠ্য নির্দিষ্ট হওয়ায়, ঐ সংস্করণগুলি প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে, ডক্টর ই. এইচ. জনস্টন, বুদ্ধচরিতের একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। তিব্বতী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া বহু দুর্বোধ্য স্থানের অর্থ নির্ণয় করিয়া, তিনি ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদও ঐ সঙ্গে দিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল বুদ্ধচরিত ২৮ সর্গে রচিত হইয়াছিল। তিব্বতী ও চীন ভাষায় ঐ ২৮ সর্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতে অর্ধেকের উপর পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় হইতে ত্রয়োদশ সর্গ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। প্রথম সর্গের কতক অংশ, ও চতুর্দশ সর্গের শেষ অংশ হইতে বাকি কয়েক সর্গ পাওয়া যায় না।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে নেপালের অমৃতানন্দ নামক এক পণ্ডিত চতুর্দশ সর্গের লুপ্তাংশ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত পূরণ করেন।

কাওয়েল সাহেব এই সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জনস্টন সাহেব, কেবলমাত্র অশ্বঘোষ-রচিত অংশ, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ চতুর্দশ সর্গ পর্যন্ত, প্রকাশ করিয়াছেন।

কাওয়েল সাহেবের সংস্করণের সহিত জনস্টন সাহেবের সংস্করণের একস্থানে বিশেষ প্রভেদ আছে।

কাওয়েল-এর সংস্করণে প্রথম সর্গের শ্লোকসংখ্যা ৯৪ ; কিন্তু জনস্টন-এর সংস্করণে উহা মাত্র ৬৬।

উভয়ের আরম্ভ বিভিন্নপ্রকারের। কাওয়েল-এর সংস্করণ কপিলবস্তুর বর্ণনা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম ৮ শ্লোকে কপিলবস্তুর বর্ণনা, তাহার পরের ৬ শ্লোকে শুদ্ধোদনের বর্ণনা, এবং তাহার পরের ৪টি শ্লোকে মায়াদেবীর বর্ণনা। তাহার পর বোধিসত্ত্বের তুষিত স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ এবং মায়াদেবীর লুম্বিনী গমন ও সেখানে বৃক্ষশাখা অবলম্বনে দণ্ডায়মান অবস্থায়, কুক্ষিভেদপূর্বক বোধিসত্ত্বের জন্ম ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

জনস্টন সংস্করণের প্রারম্ভ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রথমত, উহার প্রথম ৭টি শ্লোক নাই। ৮ম শ্লোকে মায়াদেবীর প্রসবকালের বর্ণনা। উহাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। শয্যায় শায়িতা অবস্থায় তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রসব করিলেন— বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া নহে।

জনস্টন সংস্করণের ৯ শ্লোক ও কাওয়েল সংস্করণের ২৫ শ্লোক এক। জনস্টন সংস্করণের ১০ শ্লোক ও কাওয়েল সংস্করণের ২৯ শ্লোক এক। এবং ইহার পর হইতে উভয়ের সংস্করণ একরূপ। অবশ্য মাঝে মাঝে পাঠভেদ আছে।

জনস্টন সংস্করণের প্রথম সর্গের প্রারম্ভ, চীনা অনুবাদ (৪১৪-৪২১খ্রী কৃত) এবং তিব্বতী অনুবাদের (অষ্টম শতাব্দীতে কৃত) সহিত মিলে। সুতরাং উহাকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাওয়েল সংস্করণের ঐ অংশ, তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের সহিত না মিলিলেও, ভারতের নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত একাধিক পুঁথি হইতে,

উহা প্রায় অবিকল ঐরূপই পাওয়া গিয়াছে। উহার রচনাও উচ্চশ্রেণীর। সেইজন্য এই অনুবাদের প্রারম্ভ উক্ত সংস্করণ অনুযায়ীই রাখা গেল।

অশ্বঘোষ, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। তিনি সাকেত-এর এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পরে তিনি বৌদ্ধ হন। ৪১৪-৪২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার এই কাব্য চীনভাষায় ধর্মরক্ষ কর্তৃক অনূদিত হয়। তিব্বতী ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে, ক্ষিতীন্দ্রভদ্র (বা মহীন্দ্রভদ্র) ও মতিরাজ কর্তৃক ইহা অনূদিত হয়।

তিব্বতী অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ— উহা হইতে যথাযথভাবে মূল উদ্ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু চীনা অনুবাদ ভাবানুবাদ।

কাব্য হিসাবে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন।

Böthlingk, Cappeller, Finot, Formichi, Gawronski, Gurner, Hopkins, Hultzsch, Kern, Kielhorn, Leumann, Lévi, Lüders, Schmidt, Schrader, Speyer, Strauss, F. Weller, Windisch, Wohlgemuth, Peterson, Balmont Byōdō, Kimura প্রভৃতি বহু য়ুরোপীয় ও জাপানী পণ্ডিত বুদ্ধচরিত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধকাব্য বলিয়া হয়তো হিন্দুপণ্ডিতদের কাছে ইহা সমাদর পায় নাই। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে ইহা একরূপ উপেক্ষিত।

বুদ্ধচরিত ব্যতীত আর একখানি কাব্য ও একটি নাটক অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে সৌন্দরনন্দ সম্পূর্ণই পাওয়া যায়। কিন্তু শারিপুত্র প্রকরণের, নয় অঙ্কের মধ্যে অতি সামান্য অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে।

তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের মধ্যে, তাঁহার নামে বহু দার্শনিক গ্রন্থও পাওয়া যায়। কিন্তু মূল সংস্কৃতে একমাত্র নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা (বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত) ও বজ্রসূচী[১] ভিন্ন অন্য কোনো দার্শনিক গ্রন্থ তাঁহার নামে পাওয়া যায় নাই।

অশ্বঘোষের কাব্যের সহিত কালিদাসের কাব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

বুদ্ধচরিতের তৃতীয় সর্গের ১৩-২৪ শ্লোকের দৃশ্যবর্ণনার সহিত কালিদাসের রঘুবংশের সপ্তম সর্গের ৫-১২ ও কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের ৫৬-৬৫ শ্লোকের দৃশ্যবর্ণনায় বেশ মিল আছে।

বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের ২৭ ও ৩৫ শ্লোক, রঘুবংশের দশম সর্গের ৭৭ শ্লোকের সহিত এবং বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের ৩২ ও ৪১ শ্লোক ও অষ্টম সর্গের ২৫ শ্লোক, রঘুবংশের তৃতীয় সর্গের ১৪।১৫ শ্লোকের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এইসব স্থানে উভয়ের শব্দপ্রয়োগ ও প্রকাশ-ভঙ্গির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কোথাও কোথাও বুদ্ধচরিতের সহিত রঘুবংশ বা কুমারসম্ভবের শব্দপ্রয়োগ হুবহু মিলিয়া যায় :—

নবং বয়ো দীপ্তমিদং বপুশ্চ—বুদ্ধ—১০।২৩
নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ—রঘু—২।৪৭
মহাত্মনি ত্বয়্যুপপন্নমেতৎ —বুদ্ধ—১।৬০
সর্বং সখে ত্বয়্যুপপন্নমেতৎ —কুমার—৩।১২

এইরূপ আরও বহুস্থানে উভয়ের কাব্যে নানা সাদৃশ্য আছে।

১। ইহা চীনা অনুবাদসহ বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইতেছে

নিবেদন

আমার পিতৃদেবের আদেশে ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাংলাভাষায় তর্জমা করিতে প্রবৃত্ত হই। তখন কেবলমাত্র কাওয়েল সাহেবের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্য আবিষ্কৃত এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি প্রচুর আনন্দ পান এবং আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে তর্জমা করিবার জন্য সেই বইখানি দেন। আমাদের দুইজনের তখন ছাত্রাবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তখন কাহারো এত অধিকার ছিল না যে সাহস করিয়া এই কাজটি গ্রহণ করি। পিতৃদেবকে নিরুৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিল না— তর্জমা করিতে লাগিয়া গেলাম। প্রথম তিন সর্গ তিনি নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ আমার পিতৃদেবের নিকট সন্ধান পাইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সময় এই বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুবাদটি তখন প্রকাশ করার বাধা ঘটিল। অনেকগুলি শব্দের যথার্থ অর্থবোধ করা তখন সম্ভব হয় নাই। বহু বৎসর ধরিয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের গবেষণার ফলে, এখন সেগুলি বোধগম্য হইয়াছে। অনুবাদের খাতাগুলি আমার নিকটেই অযত্নে পড়িয়া রহিল।

বিশ্বভারতীর গ্রন্থপ্রকাশসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে সম্প্রতি খাতাগুলির পুনরুদ্ধার করিতে হইল। ইতিমধ্যে নূতন বিপত্তি উপস্থিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর চর্চার অভাবে সংস্কৃতজ্ঞান যাহা ছিল তাহা প্রায় বিলুপ্ত। এতকাল ধরিয়া এই কাব্য সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা হইয়াছে তাহার অনুধাবন করিবার সময়েরও অভাব। এই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন চীনভবনের অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া মূল সংস্কৃতের বিভিন্ন পাঠ ও নানান পণ্ডিতদের টীকা তুলনা করিয়া বুদ্ধচরিতের এই বঙ্গানুবাদটি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই উৎসাহ ও পরিশ্রম বিনা গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য হইত না বলা বাহুল্য।

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম সর্গ

পরম সম্পদ দান করিয়া যিনি বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, তম নিরসিত করিয়া যিনি ভানুকে অভিভূত করিয়াছেন, উত্তাপ অপনোদন করিয়া যিনি চারু চন্দ্রমাকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই অনুপম অর্হৎকে এইস্থানে বন্দনা করিতেছি ॥১॥

মহর্ষি কপিলের আবাসস্থলী কপিলবস্তু নগরী, মেঘমালার ন্যায় বিশালোন্নত অধিত্যকা-শোভার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অভ্রভেদী উচ্চ প্রাসাদসমূহে পূর্ণ ছিল ॥২॥

সেই নগরী নিজ শুভ্রতা এবং উচ্চতার দ্বারা, কৈলাস শৈলের শ্রেষ্ঠ শোভা হরণ করিয়াছিল। এবং ভ্রম-সমাগত মেঘবৃন্দকে বহন করিয়া, বুঝি বা সেই কৈলাস-সম্ভাবনাকে সফলও করিয়াছিল॥৩॥[১]

রত্ন-প্রভোদ্ভাসিনী সেই নগরীতে অন্ধকারের ন্যায় দারিদ্র্যও অবকাশ পাইত না। পরমগুণবান অধিবাসীদিগের সহিত সহবাসবশত সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী সেখানে যেন সহাস্যবদনে বিরাজ করিতেন ॥৪॥

১। সেই নগরীর প্রাসাদসমূহ পর্বতের ন্যায় অভ্রভেদী উচ্চ এবং শুভ্র ছিল। পর্বতভ্রমে মেঘরাশি তাহাদের শিরোদেশে পুঞ্জীভূত হইত। সেইজন্য উহা কৈলাস পর্বত বলিয়াও পরিগণিত হইতে পারিত।

সেই নগরী, প্রতিগৃহে রত্নবিমণ্ডিত বেদিকা, তোরণ ও সিংহকর্ণ দ্বারা শোভিত হইয়া, জগতে আত্মসদৃশ অপর কোনো পুরী দেখিতে না পাইয়াই যেন নিজ গৃহসমূহের মধ্যেই পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত ॥৫॥

অস্তগমনকালেও কামিনীগণের কমললাঞ্ছন মুখচন্দ্রমাকে অবমাননা (ম্লান) করিতে অক্ষম হইয়া, যেন সন্তাপহেতুই, সূর্য অবশেষে জলে আত্মবিসর্জনের জন্য সমুদ্র অভিমুখে প্রস্থান করিতেন ॥৬॥

শাক্যদিগের অর্জিত যশের সহিত লোকে চন্দ্রমার উপমা দেয়, এই ভাবিয়া সেই নগরী চঞ্চল সুন্দর পতাকাযুক্ত ধ্বজদণ্ডের দ্বারা চন্দ্রের চিহ্ন পর্যন্ত যেন মার্জন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইত ॥৭॥

সেই নগরী, নিজ রজতালয়ে নিপতিত চন্দ্রকর দ্বারা রাত্রিকালে কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়াও, দিবাভাগে নিজ সুবর্ণ-হর্ম্যগত সূর্যকরজালে, সরোজের শোভা বিস্তার করিত ॥৮॥[১]

মহীপালগণের শীর্ষস্থলাভিষিক্ত সূর্যবংশীয় শুদ্ধোদন নামে উদার নরপতি, সেই সর্বোত্তম নগরীকে বিকশিত পদ্মের ন্যায় অলংকৃত করিয়াছিলেন ॥৯॥

১। চন্দ্র কুমুদকে প্রফুল্ল করে কিন্তু পদ্মের শোভা হরণ করে। সূর্য পদ্মের শোভা বর্ধন করে কিন্তু কুমুদকে ম্লান করে। ইহাদের কেহই কুমুদ ও পদ্ম উভয়কে প্রফুল্ল করিতে পারে না। কিন্তু সেই নগরী (কবি-বর্ণিত উপায়ে) কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়া পদ্মের শোভা বিস্তার করিত।

তিনি রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও সৈন্য রাখিতেন। সতত দানশীল হইয়াও অহংকারী ছিলেন না। অধীশ্বর হইয়াও সর্বদা সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সৌম্যস্বভাব হইলেও মহাশক্তিশালী ছিলেন ॥১০॥[১]

তাঁহার বাহুদ্বারা অভিহত হইয়া, সমরাঙ্গনে পতিত শত্রু-পক্ষীয় গজরাজগণের মস্তক হইতে বহুল পরিমাণ মুক্তা স্খলিত হওয়ায় মনে হইত, যেন ঐ গজসমূহ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছে ॥১১॥

১। ইহার আক্ষরিক অনুবাদ: "তিনি ভূভৃদ্‌গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও পক্ষযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দান নিয়ত প্রবৃত্ত হইলেও তিনি মদযুক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ হইয়াও সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং শান্তপ্রকৃতি হইয়াও মহাপ্রতাপশালী ছিলেন।"

এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি দ্ব্যর্থযুক্ত শব্দ আছে; যথা ভূভৃদ্—পর্বত ও রাজা। পক্ষ = পাখা ও সৈন্য, সহায়। দান = মদ (হস্তীর গণ্ড হইতে ক্ষরিত) ও দান। ঈশ = শিব ও ঐশ্বর্যশালী। সমদৃষ্টি = যুগ্মলোচন, সমদর্শী। প্রতাপ = উত্তাপ ও শক্তি। সেইজন্য ইহার আর এক অর্থ হয়:

"তিনি পর্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পক্ষধারী ছিলেন। তাঁহার মদ নিয়ত নির্গত হইলেও তিনি মদযুক্ত ছিলেন না। তিনি শিব হইয়াও যুগ্মচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন এবং শান্তপ্রকৃতি হইয়াও অত্যন্ত উত্তাপ দান করিতেন।"

এইভাবে অর্থ করিলে বাক্যগুলির অর্থে বিরোধ বা অসংগতি দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্বোক্তরূপ অর্থ করিলে বিরোধ বা অসংগতি থাকে না। সংস্কৃতে ইহাকে বলে বিরোধাভাস অলংকার।

উগ্রতেজা ভানু যেমন প্রবল অন্ধকারকে পরাভূত করে, অতি প্রতাপবশত শত্রুগণকে সেইরূপ বিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি জনগণকে তাহাদের আশ্রয়ণীয় মার্গ প্রদর্শনপূর্বক চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন ॥১২॥

তাঁহার পরিচালনায় ধর্ম অর্থ ও কাম, পরস্পরের (বিস্তৃত) বিষয় আক্রমণ করিত না। তাহারা সত্বর সিদ্ধিলাভের জন্য, পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতাবশতই যেন নিজ নিজ অধিকারে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল ॥১৩॥

অসংখ্য বিদ্বান সচিবসংঘের দ্বারা শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত, মহাপ্রভাবান্বিত সেই শাক্যেন্দ্ররাজ, সমান প্রভাবিশিষ্ট তারকার দ্বারা শশীর ন্যায়, অধিকতর শোভিত হইতেন ॥১৪॥

পরমশোভা হইতে নির্গত পরমশোভার ন্যায়, তমঃপ্রভাব হইতে মুক্ত রবিপ্রভার ন্যায়, মহিষীগণের মধ্যে অগ্রমহিষী, মায়া হইতে বিমুক্তা, মায়া নাম্নী তাঁহার এক রাজ্ঞী ছিলেন ॥১৫॥

যিনি মাতার ন্যায় প্রজাগণের মঙ্গলে প্রবৃত্তা, মূর্তিমতী ভক্তির ন্যায় গুরুজনের অনুগতা এবং রাজকুলে লক্ষ্মীর ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া, জগতের দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥১৬॥

সত্যই স্ত্রীচরিত্র সর্বদা তমসাচ্ছন্ন। তথাপি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা (স্ত্রীচরিত্র) অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। শুভ্র ইন্দুলেখার সহিত যুক্ত হইলে, রাত্রির অন্ধকার কি আর তেমন থাকে ॥১৭॥

"আমি অতীন্দ্রিয় হইয়া থাকিলে এই অবিশ্বাসী জনসমূহ আমর সহিত মিলিত হইতে পারিবে না" এই ভাবিয়া ধর্ম যেন তাঁহার সূক্ষ্ম প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া (মায়াদেবীরূপে) দেহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥১৮॥

অনন্তর তুষিত স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া, ত্রিলোক উদ্ভাসিত করিতে করিতে, বোধিসত্ত্বোত্তম (সিদ্ধার্থ), স্মরণ করিবামাত্র (তৎক্ষণাৎ) নন্দাগুহামধ্যে নাগরাজের ন্যায়, তাঁহার কুক্ষি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৯॥

হিমাদ্রির ন্যায় ধবল বৃহৎ ষড়-বিষাণযুক্ত, মদবাসিতানন দ্বিরদের রূপ ধারণ করিয়া, তিনি বসুধাধিপতি শুদ্ধোদন-মহিষীর কুক্ষিমধ্যে, জগতের দুঃখদূরীকরণের জন্য, প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥২০॥

স্বর্গ হইতে লোকপালগণ লোকৈকনাথের রক্ষার জন্য অভিগমন করিলেন। চন্দ্রকিরণ সর্বত্র সমভাবে প্রতিভাত হইলেও কৈলাসগিরিতেই বিশেষভাবে দীপ্তি পায় ॥২১॥[১]

জলদাবলী যেমন বিদ্যুৎ-বিলাসকে ধারণ করে, সেইরূপ মায়াদেবীও তাঁহাকে কুক্ষিতে ধারণ করিয়া, দানাভিবর্ষণের

১। লোকপালগণ সমস্ত লোককে সমভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। এখানে পাছে তাঁহাদের পক্ষপাত আছে বলিয়া মনে হয়, এই আশঙ্কা করিয়া কবি বলিতেছেন, "চন্দ্রকিরণ সর্বত্র সমভাবে প্রতিভাত হইলেও কৈলাসগিরিতেই বিশেষভাবে দীপ্তি পায়।"

দ্বারা চতুর্দিকের জনগণের দারিদ্র্যতাপ প্রশমিত করিয়াছিলেন ॥২২॥

একদা রাজার অনুমতিক্রমে অন্তঃপুরজনের সহিত সেই দেবী উত্তমদোহদা হইয়া লুম্বিনীনামক উপবনে গমন করিলেন ॥২৩॥

দেবী যখন এক পুষ্পভারাবনত শাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহার কুক্ষিভেদ করিয়া অবিলম্বে বিনির্গত হইলেন ॥২৪॥

সেই সময় পুষ্য নক্ষত্র প্রসন্ন হইল। ব্রতসংস্কৃতা দেবীর পার্শ্বদেশ হইতে, বিনা বেদনায়, নিরাময়ে, এক পুত্র, লোকহিতের জন্য জন্মগ্রহণ করিলেন ॥২৫॥

প্রাতে, পয়োদ হইতে উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায়, মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রমণপূর্বক, তেজের দ্বারা তম নিরসিত করিয়া, তিনি জগৎকে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল করিলেন ॥২৬॥

তাঁহার জন্ম হইবামাত্র সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীত হইয়া, কাঞ্চন যূপের ন্যায় গৌরবর্ণ সেই বোধিসত্ত্বকে অতিযত্নে গ্রহণ করিলেন; আকাশ হইতে তাঁহার (বোধিসত্ত্বের) মস্তকোপরি মন্দারপুষ্পসহ দুইটি নির্মল বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল ॥২৭॥

চতুর্দিক হইতে শ্রেষ্ঠ সুরগণ কর্তৃক ধৃত হইয়া, সেই সুরগণকে নিজ দেহরশ্মির দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া, সন্ধ্যাকালীন মেঘজালোপরি সন্নিবিষ্ট নবেন্দুকে তিনি সৌন্দর্যে পরাজিত করিলেন ॥২৮॥

যেরূপ উরু হইতে ঔর্বের, হস্ত হইতে পৃথুর, মূর্ধা হইতে ইন্দ্রপ্রতিম মান্ধাতার এবং ভুজাংসদেশ হইতে কক্ষীবতের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহার জন্মও সেইরূপ অলৌকিকভাবেই হইল ॥২৯॥

ধীরে ধীরে গর্ভ হইতে অভিনিঃসৃত, অলৌকিকজন্মা সেই পুরুষ, যেন স্বর্গ হইতে আগমন করিলেন। যুগযুগান্তরের ধ্যানের দ্বারা পরিপূর্ণহৃদয় সেই বোধিসত্ত্ব, মূঢ়ভাবে নহে, সজ্ঞানে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৩০॥

দীপ্তি ধৈর্য ও কান্তির দ্বারা, সেই বালক ভূমিতে অবতীর্ণ রবির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাদৃশ দিনমণি-সদৃশ অতিশয় উজ্জ্বল হইলেও (অক্লেশে) দর্শনীয় হইয়া, সকলের চক্ষুকে তিনি শশাঙ্কের ন্যায় হরণ করিলেন ॥৩১॥

ভাস্করের ন্যায় নিজদেহের জ্বলন্ত প্রভার দ্বারা, তিনি দীপ-প্রভাকে হরণ করিলেন। মহার্হ কাঞ্চনসম চারুবর্ণ সেই বোধিসত্ত্ব বালক, সর্বদিক আলোকিত করিয়া তুলিলেন ॥৩২॥

অনাকুল, আয়ত, ধীর, গুরুগম্ভীর চরণবিক্ষেপের দ্বারা কমল প্রস্ফুটিত করিয়া, তিনি সপ্তর্ষি-নক্ষত্র-সদৃশ সপ্তপদ গমন করিলেন ॥৩৩॥

সিংহগতি সেই বোধিসত্ত্ব, চতুর্দিক নিরীক্ষণপূর্বক "আমি বোধির জন্য ও জগতের হিতকামনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহাই আমার শেষ উৎপত্তি" এই ভবিষ্যদ্ বাণী উচ্চারণ করিলেন ॥৩৪॥

চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র শীতোষ্ণ গগনপ্রসূত দুইটি বারিধারা

সেই অনুত্তরের সৌম্য মস্তকোপরি, তাঁহার শরীরসুখার্থে নিপতিত হইল ॥৩৫॥

শোভনীয় বিতানবিশিষ্ট, কনকোজ্জ্বল এবং বৈদুর্যপাদ-যুক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া, নিজ গৌরববশত, কাঞ্চনপদ্মহস্ত যক্ষরাজগণের দ্বারা তিনি পরিবৃত হইলেন ॥৩৬॥

সেই মায়াতনুজের প্রভাবে দেবগণ নতশির হইয়া আকাশে শুভ্র আতপত্র ধারণ করিলেন। এবং তাঁহার বোধির জন্য পরম আশীর্বচন জপ করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

অতীত বুদ্ধগণকে যাঁহারা সেবা করিয়াছিলেন, সেই ভক্তি-পূর্ণনয়ন মহোরগগণ সদ্ধর্মপিপাসায় তাঁহাকে ব্যজন করিতে ও মন্দারপুষ্পরাজি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥

তথাগতের উৎপত্তিহেতু তুষ্ট, বিশুদ্ধপ্রকৃতি শুদ্ধাধিবাস[১] দেবগণ, অনুরাগশূন্য হইয়াও, দুঃখনিমগ্ন জগতের মঙ্গলের আশায় আনন্দিত হইলেন ॥৩৯॥

তিনি প্রসূত হইলে, হিমালয়রূপ শঙ্কুযুক্তা ধরণী, বাতাহত নৌকার ন্যায় চঞ্চল হইল এবং অভ্রশূন্য গগনমণ্ডল হইতে উৎপল ও পদ্মের সহিত সচন্দনা বৃষ্টি পতিত হইল ॥৪০॥

মনোজ্ঞ স্পর্শসুখকর সমীরণ, দিব্যবসন সমূহ বর্ষণ করিয়া প্রবাহিত হইল, সেই একই সূর্য্য অধিকতর প্রকাশ পাইল এবং

১। শুদ্ধাবাস বা শুদ্ধাধিবাস—বৌদ্ধশাস্ত্রে নানাপ্রকার স্বর্গের ও নানা শ্রেণীর দেবতার কথা আছে। ইহা এক স্বর্গের, ও সেই স্বর্গস্থ দেবতার নাম।

অগ্নি অপরের চেষ্টা ব্যতিরেকে স্বতই মনোজ্ঞ সৌম্য শিখা ধারণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ॥৪১॥

তাঁহার নিবাসস্থলের পূর্বোত্তর প্রদেশে শুভ্রবারিবিশিষ্ট একটি কূপ স্বতই প্রাদুর্ভূত হইল। অন্তঃপুরিকাগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তীর্থের ন্যায় সেই স্থানে, মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন ॥৪২॥

তাঁহার দর্শন প্রত্যাশায় আগত, ধর্মার্থিজনে ও দিব্যসত্ত্বগণে সেই উপবন পূর্ণ হইল। পাদপগণ যেন কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সুগন্ধি পুষ্পের দ্বারা তাঁহার পূজা করিল ॥৪৩॥

সমীরণবাহিত সুগন্ধে দিক পূর্ণ করিয়া, পুষ্পদ্রুমসমূহ কুসুমে ফুল্লরিত হইয়া উঠিল। সেই পুষ্পরাজি উদ্ভ্রান্ত ভৃঙ্গবধূদের দ্বারা গুঞ্জরিত এবং ভুজঙ্গবৃন্দকর্তৃক যেন ছত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত হইল ॥৪৪॥

কোনো কোনো স্থানে (পথের) উভয় পার্শ্বে, চঞ্চলকুণ্ডল-ভূষিতা নারীগণের শব্দায়মান তূর্য ও মৃদঙ্গানুগত সংগীতে, এবং বীণা মুকুন্দ ও মুরজাদি বাদ্যে, সেই নগর মনোরম হইয়া উঠিল ॥৪৫॥

* রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই অলৌকিক জন্ম দেখিয়া, স্বভাবত ধীরগম্ভীরপ্রকৃতি হইলেও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া

...... এই অংশ সংস্কৃত পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তিব্বতী অনুবাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

উঠিলেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চক্ষু হইতে আনন্দে ও আশঙ্কায় অশ্রুধারা নিপতিত হইল।

প্রথিতযশা শুদ্ধচরিত বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, কুমারের এই অলৌকিক জন্ম ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর বিষয় শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-বিষাদাচ্ছন্ন রাজা শুদ্ধোদনের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল বদনে রাজাকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন:

"মহারাজ! আনন্দিত হউন। আজ মহা উৎসবের দিন। হৃদয়ে কোনো উদ্‌বেগ, কোনো আশঙ্কা স্থান দিবেন না। আজ যিনি আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জগতের সমস্ত দুঃখ-সন্তপ্ত জনগণের তিনিই হইবেন উদ্ধারকর্তা, পথপ্রদর্শক, অধিনেতা।

"এই উজ্জ্বলকাঞ্চনবর্ণ অনুত্তর শিশুর যে-লক্ষণসমূহ দর্শন করিতেছি— তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, হয় ইনি মহামুনি হইয়া পরমসিদ্ধি লাভ করিবেন, নতুবা সমস্ত জগতের চক্রবর্তী সম্রাট হইবেন।

"যদি ইনি পার্থিব সম্পদ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইনি ইঁহার অলৌকিক শক্তির দ্বারা, সৌরজগতে সূর্যের ন্যায়, পৃথিবীর সমস্ত রাজগণের মুকুটমণি হইবেন।

"অথবা যদি ইনি নিঃশ্রেয়স পরমগতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া, সংসার পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে গমন করেন, তাহা হইলে ইনি ইঁহার অলৌকিক তপস্যালব্ধ তত্ত্বের দ্বারা জগতের সমস্ত

মতবাদ নিরস্ত করিয়া, গিরিগণ মধ্যে মেরুর ন্যায়, সর্বোপরি বিরাজ করিবেন।

"ধাতুগণের মধ্যে যেমন স্বর্ণ, গিরিগণের মধ্যে যেমন মেরু, জলরাশির মধ্যে যেমন সাগর, গ্রহগণের মধ্যে যেমন চন্দ্র, তেজোরাশির মধ্যে যেমন সূর্য, জগতের সমস্ত জনগণের মধ্যে আপনার পুত্র হইবেন সেইরূপ সর্বোত্তম।"

রাজা সমস্ত শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজগণকে প্রশ্ন করিলেন: "পূর্বে মহাশক্তিমান্ রাজর্ষিগণের মধ্যেও যে-লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয় নাই, তাঁহারাও যাহা করিতে সমর্থ হন নাই, ইনি তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা কিরূপে সম্ভব।"

রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তর করিলেন: "পূর্বে কাহারও দ্বারা যে-যশ অর্জিত হয় নাই, যে-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, যে-জ্ঞান উপলব্ধ হয় নাই, তাহা পরে অন্য কাহারও দ্বারা হইবে না, এমন কথা বলা যায় না। এ বিষয়ে পূর্বপর বলিয়া কোনো নিয়ম নাই।*

"গোত্রপ্রতিষ্ঠাতা ঋষি ভৃগু ও অঙ্গিরা যে-রাজশাস্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই, হে সৌম্য! কালে তাঁহাদের পুত্রদ্বয় শুক্র ও বৃহস্পতি তাহা করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

"যে-বেদ পূর্ব আচার্যগণ দর্শন করেন নাই, সেই নষ্ট বেদ সারস্বতের দ্বারা পুনরায় উক্ত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ, যে-বেদকে বিভক্ত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ব্যাস সেই বেদকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

"মহর্ষি চ্যবন যাহা রচনা করিতে পারেন নাই, বাল্মীকি সেই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন। পূর্বে অত্রি যে-চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারেন নাই, আত্রেয় ঋষি পরে তাহা করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

"কুশিকের দ্বারা যে-দ্বিজত্ব লব্ধ হয় নাই, হে রাজন! গাধির পুত্রের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছিল। পূর্বে ইক্ষ্বাকু পুত্রগণ যে-সমুদ্রের বেলা বন্ধনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, পরে সগর সেই সমুদ্রের বেলা ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥৪৯॥

"যোগক্রিয়ায় ব্রাহ্মণগণের যে-আচার্যত্ব অন্য কোনো ক্ষত্রিয় পান নাই, জনক তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শৌরির দ্বারা যে-কর্মসমূহ বিখ্যাত হইয়াছে, শূরগণ তাহা সাধন করিতে অসমর্থ ছিলেন ॥৫০॥

"নৃপতি ও ঋষিগণের পূর্বপুরুষগণ যে-হিতকার্যসমূহ সম্পন্ন করেন নাই—তাঁহাদের পুত্র (পৌত্রগণের) দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং বয়স ও বংশ এ বিষয়ে প্রামাণ্য নহে; জগতে, যে-কোনো স্থান হইতে যে-কোনো ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে" ॥৫১॥

বিশ্বাসভাজন সেই দ্বিজগণের দ্বারা এইরূপে আশ্বাসিত ও অভিনন্দিত হইয়া, নরপতি শুদ্ধোদন, চিত্ত হইতে সমস্ত অনিষ্টাশঙ্কা দূর করিয়া, অধিকতর হর্ষলাভ করিলেন ॥৫২॥

"আপনারা যেরূপ বলিলেন এ সেইরূপ সম্রাট হউক ও জরাগ্রস্ত হইলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করুক"— এই কথা বলিয়া

প্রীত হইয়া, তিনি সেই দ্বিজোত্তমদিগকে সৎকারপূর্বক বহু ধন প্রদান করিলেন ॥৫৩॥

অনন্তর, সেই (অলৌকিক) লক্ষণসমূহের দ্বারা, এবং নিজ তপস্যাবলে, জন্মান্তকরের (বোধিসত্ত্বের) সেই জন্ম বিষয় অবগত হইয়া, সদ্ধর্মপিপাসায় মহর্ষি অসিত শাক্যেশ্বরের আলয়ে আগমন করিলেন ॥৫৪॥

ব্রাহ্মীশ্রী ও তপঃশ্রীর দ্বারা উজ্জ্বল, ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ঋষিকে সগৌরবে, সৎকারপূর্বক রাজগুরু রাজসদনে প্রবেশ করাইলেন ॥৫৫॥

কুমারের জন্মহেতু হর্ষবেগপূর্ণ, জরা ও তপঃপ্রকর্ষহেতু ধীর, সেই ঋষি রাজান্তঃপুর-সমীপে প্রবেশ করিলেন। সেই নির্বিকার পুরুষের চিত্তে, রাজান্তঃপুরও অরণ্যের ন্যায় প্রতিভাত হইল ॥৫৬॥

অনন্তর নৃপতি, আসনস্থ মুনিকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক সম্যক পূজা করিয়া, পুরাকালে বশিষ্ঠকে অন্তিদেব যেরূপ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপ যথোপচারে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥৫৭॥

"ভগবান আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন— আমি ধন্য হইয়াছি, আমার বংশ আপনার অনুগ্রহভাজন হইয়াছে। হে সৌম্য! কি করিব আজ্ঞা করুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার নির্ভরযোগ্য" ॥৫৮॥

নরপতি কর্তৃক এইরূপে সর্বতোভাবে যথোচিত নিমন্ত্রিত

হইয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল বিশালনয়ন সেই মুনি, এই ধীর গম্ভীর বাণী উচ্চারণ করিলেন ॥৫৯॥

"তুমি অতিথিপ্রিয়, ত্যাগী, ধর্মাকাঙ্ক্ষী, মহাত্মা। প্রকৃতি, বংশ, জ্ঞান ও বয়সানুরূপ আমার প্রতি তোমার এইরূপ স্নেহাভিষিক্তা মতি, তোমার যোগ্যই হইয়াছে ॥৬০॥

"এইভাবে পূর্বরাজর্ষিগণ পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের দ্বারা ধনলাভ করিয়া, নিত্য যথাবিধি অর্থিগণকে বিতরণ করিয়া, বিভবে দরিদ্র হইলেও তপস্যায় ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিলেন ॥৬১॥

"এখন আমার আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া তুমি প্রীতিলাভ করো। বোধিলাভের জন্য তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি আকাশমার্গে এই দিব্যবাণী শ্রবণ করিলাম ॥৬২॥

"সেই বাণী শ্রবণ করিয়া, ধ্যানযোগে এবং (অলৌকিক) লক্ষণসমূহের দ্বারাও অবগত হইয়া, শক্রধ্বজের ন্যায় সমুন্নত শাক্যকুলধ্বজের দর্শনাভিলাষে এখানে উপস্থিত হইয়াছি" ॥৬৩॥

ইহা শুনিয়া আনন্দে ত্বরিতগতি নরপতি, ধাত্রীক্রোড়স্থিত কুমারকে আনয়ন করিয়া, তপোধনকে দর্শন করাইলেন ॥৬৪॥

মহর্ষি সবিস্ময়ে সেই রাজপুত্রকে দর্শন করিলেন। চরণ তাঁহার চক্রাঙ্কিত, হস্ত ও চরণের অঙ্গুলিসমূহ জালযুক্ত, ভ্রূদ্বয় ঊর্ণাযুক্ত এবং বস্তিকোশ হস্তীর ন্যায় ॥৬৫॥

পার্বতীর ক্রোড়স্থিত কুমারের (কার্তিকের) ন্যায়, ধাত্রীক্রোড়গত কুমারকে দর্শন করিয়া, তাঁহার অক্ষিপল্লবে

অশ্রু সঞ্চিত হইল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৬৬॥

মহর্ষি অসিতের অক্ষি অশ্রু-প্লাবিত দেখিয়া, অপত্যস্নেহ-বশত (অমঙ্গল আশঙ্কায়), নরপতি কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে নতমস্তকে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদ স্বরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৬৭॥

"দেবগণের দেহের সহিত যাঁহার দেহের প্রভেদ অতি অল্প, যাঁহার জন্ম জ্যোতির্ময় এবং অতি আশ্চর্য ; আপনার বাক্য অনুসারে যাঁহার ভবিষ্যৎ অতি উত্তম, তাঁহাকে দেখিয়া আপনার নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইতেছে কেন। ॥৬৮॥

"হে ভগবন্, কুমার কি স্থিরায়ু হইবেন। নিশ্চয়ই আমার শোকের জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই। আমি কোনোরূপে যে-অঞ্জলিপূর্ণ জলটুকু লাভ করিয়াছি, কাল তাহা এখনি শোষণ করিতে আসিতেছেন, ইহা কখনই হইতে পারে না ॥৬৯॥

"সুপ্ত হইলেও যে-পুত্রের দিকে আমার একটি আঁখি অনিমেষে চাহিয়া থাকে— আমার সেই যশের আধার কি অক্ষয় হইবে। আমার এই কুলপ্রসার কি স্থায়ী হইবে। আমি কি সুখে পরলোকে প্রয়াণ করিতে পারিব। ॥৭০॥

"এই কুলকিসলয় উৎপন্ন হইয়া, অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় কখনই পরিশুষ্ক হইবে না। হে বিভো। আমি অশান্ত হইয়াছি। আপনি সত্বর উত্তর দান করুন। আত্মজের প্রতি আত্মীয়ের স্নেহ তো আপনি অবগত আছেন" ॥৭১॥

নরপতিকে অমঙ্গল আশঙ্কায় উদ্‌বিগ্ন মনে করিয়া, মুনি কহিলেন :—"হে রাজন্! তুমি অন্য কিছু আশঙ্কা করিয়ো না। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য ॥৭২॥

"ইহার অন্যরূপ কিছু হইবে বলিয়া যে আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, তাহা নহে। আমি স্বয়ং বঞ্চিত হইলাম এই ভাবিয়াই আমার মন বিকল হইয়াছে। আমার পরলোকযাত্রার দিন আগতপ্রায়। হায়, এমন সময় এই দুর্লভ পুনর্জন্মক্ষয়ের উপায়জ্ঞ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৭৩॥

"রাজ্যত্যাগী, বিষয়ে আস্থাশূন্য, তীব্রপ্রযত্নের দ্বারা অধিগততত্ত্ব এই জ্ঞানময় সূর্য, মোহান্ধকার দূরীকরণের জন্য জগতে প্রজ্বলিত হইবেন ॥৭৪॥

"হায়!এই সংসার যেন দুঃখের সাগর। ব্যাধি ইহার ফেন-স্বরূপ। জরা ইহার তরঙ্গ। মৃত্যু ইহার বেগ উগ্র করিতেছে। সমস্ত জগৎ এই দুঃখের সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। এই মহামানব তাঁহার প্রজ্ঞাতরণী বাহিয়া, এই আর্ত জগৎকে উদ্ধার করিবেন ॥৭৫॥

"ইঁহার প্রবর্তিত ধর্ম, স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় বহিয়া চলিবে। প্রজ্ঞা হইবে তাহার বারি। সমাধি সেই বারিকে শীতল করিবে। স্থির শীল হইবে তাহার তট। ব্রত হইবে চক্রবাক। এই উত্তমা স্রোতস্বিনী হইতে তৃষ্ণার্ত জীবলোক তৃষ্ণা নিবারণ করিবে ॥৭৬॥

"ইনি শোকক্লিষ্ট, বিষয়াবৃত সংসারকান্তারমার্গস্থিত,

পথহারা পথিকের ন্যায় জনগণকে, মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিবেন ॥৭৭॥

"আতপান্তে, বৃষ্টির দ্বারা মহামেঘ যেরূপ জগতের তাপ দূর করে, সেইরূপ ইনিও বিষয়-ইন্ধনান্বিত রাগাগ্নির দ্বারা দহ্যমান জনসমূহকে ধর্ম-বৃষ্টির দ্বারা আনন্দ বিতরণ করিবেন ॥৭৮॥

"ইনি জীবগণের মুক্তির জন্য, তৃষ্ণার্গলসমন্বিত মোহান্ধকার-কপাটবিশিষ্ট দ্বার, দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট সদ্ধর্মতাড়নের (চাবির) দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিবেন ॥৭৯॥

"এই ধর্মরাজ বোধিলাভ করিয়া, স্বরচিত মোহপাশে পরিবেষ্টিত, দুঃখাভিভূত, নিরাশ্রয় জনসমূহের বন্ধন মোচন করিবেন ॥৮০॥

"হে সৌম্য, তুমি ইহার জন্য শোক করিয়ো না। মোহে, বিষয়সুখহেতু, বা গর্ববশত, মনুষ্যলোকে যে-ব্যক্তি ইঁহার পরমধর্ম শ্রবণ করিবে না, সেই ব্যক্তির জন্যই শোক করা উচিত ॥৮১॥

"এই পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায়, সমস্ত ধ্যান-সমাধি লাভ করিয়াও আমি অকৃতার্থ রহিলাম। ইঁহার ধর্ম শ্রবণে বঞ্চিত হওয়ায়, আমি ত্রিদিববাসকেও বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছি" ॥৮২॥

ইহা শুনিয়া নরপতি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া ভার্যা ও সুহৃদগণসহ আনন্দে মগ্ন হইলেন। "পুত্র আমার এইরূপ"

এই কথা ভাবিয়া তিনি নিজেকেও সারবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন ॥৮৩॥

"পুত্র আমার ঋষিমার্গে গমন করিবে"—তিনি এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। যদিও তিনি ধর্মের বিপক্ষে ছিলেন না, তথাপি সন্তানের বিচ্ছেদ ভয়ে উদ্‌বিগ্ন হইলেন ॥৮৪॥

অনন্তর, পুত্রের জন্য উদ্‌বিগ্ন সেই রাজাকে তাঁহার পুত্র-সংক্রান্ত তত্ত্ব নিবেদন করিয়া, অসিতমুনি যে-ভাবে আসিয়াছিলেন, সকলের দ্বারা সসম্মানে নিরীক্ষ্যমাণ হইয়া, সেইভাবেই পবনপথ দিয়া গমন করিলেন ॥৮৫॥[১]

পুত্রের জন্মে আনন্দিত, পুত্রপ্রিয় নরপতি তাঁহার রাজ্যের সমস্ত বন্দীদের বন্ধন মোচন করিয়া, সন্তানের জাতকর্মাদি, নিজবংশানুরূপ যথাবিধি সম্পন্ন করাইলেন ॥৮৬॥

দশ দিবস অতীত হইলে, সংযতচিত্ত ও পরম আনন্দিত সেই রাজা পুত্রের কল্যাণের জন্য জপ-হোমাদি এবং দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করিলেন ॥৮৭॥

পুত্রের কল্যাণের জন্য, তিনি স্বয়ং দ্বিজসমূহকে পূর্ণসংখ্যায় শতসহস্র, বলিষ্ঠ বৎসযুক্ত, শৃঙ্গে স্বর্ণসমন্বিত, জরাবিরহিত, পয়স্বিনী গাভী দান করিলেন ॥৮৮॥

১। ৮৫ ও ৮৬ সংখ্যার মধ্যে—একটি শ্লোকের অনুবাদ বাদ দেওয়া হইয়াছে। ওই শ্লোকটি এখানে ঠিক খাপ খায় না। চীনা অনুবাদে (ধর্মশ্রী কৃত) এই শ্লোক নাই।

অনন্তর সংযতমনা নরপতি, নানা উদ্দেশ্যে আপনার হৃদয়-তোষক বহুক্রিয়া অনুষ্ঠানপূর্বক, হর্ষান্বিত হইয়া, শুভদিবসে শুভমুহূর্তে, পুরপ্রবেশের সংকল্প করিলেন ॥৮৯॥

অতঃপর পুত্রবতী দেবী, কল্যাণ কামনায় দেবগণকে প্রণাম করিয়া, দ্বিরদরদময়ী মহার্হ শ্বেতবর্ণ সিতপুষ্পান্বিত রত্নোজ্জ্বলা শিবিকায় আরোহণ করিলেন ॥৯০॥

স্থবিরজনানুগতা পত্নীকে সন্তানসহ অগ্রে পুরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া, অমরগণের দ্বারা অর্চ্যমান মঘবান্ যেরূপ স্বর্গে প্রবেশ করেন, নরপতি শুদ্ধোদনও সেইরূপ পৌরজনের দ্বারা পূজিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন ॥৯১॥

অতঃপর ষড়াননের জন্মে সন্তুষ্ট মহাদেবের ন্যায়, সেই মহারাজ প্রাসাদে গমন করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল বদনে— নানারূপ নির্দেশদান পূর্বক, বহু উন্নতিজনক ও যশস্কর কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন ॥৯২॥

এইরূপে জনপদসহ কপিলের নামে প্রখ্যাত সেই নগরী, নলকুবেরের জন্মে অপ্সরাবিরাজিত অলকার ন্যায়, রাজপুত্রের মহিমাময় জন্মহেতু হর্ষপূর্ণ হইল ॥৯৩॥

দ্বিতীয় সর্গ

আত্মজিৎ জন্মজরান্তগ আত্মজের জন্মদিন হইতে, সেই রাজা, অর্থ, গজ, অশ্ব এবং মিত্রগণের দ্বারা, জলস্রোতে স্রোতস্বিনীর ন্যায়, দিন দিন সমৃদ্ধ হইতে লাগিলেন ॥১॥

তিনি তখন ধন ও রত্নের, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত স্বর্ণের, নানা নিধি লাভ করিলেন। তাঁহার সেই ঐশ্বর্যরাশি মনোরথের পক্ষেও অতি ভার (কল্পনারও অতীত) হইল ॥২॥

জগতে পদ্মের (দক্ষিণদিকস্থিত দিগ্‌গজ) ন্যায় শ্রেষ্ঠ হস্তিগণও, যাহাদিগকে মণ্ডলের (খেদার) মধ্যে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইত, সেই মদোন্মত্ত হৈমবত (হিমালয়স্থ) গজসমূহও অনায়াসেই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল ॥৩॥

বলের দ্বারা, মিত্রতার দ্বারা ও ধনের দ্বারা অধিগত অশ্ব-সমূহ, তাঁহার রাজধানী ক্ষুভিত করিয়া তুলিল। সেই অশ্বগণের কেহ কেহ নানা চিহ্নে চিহ্নিত, কেহ হৈমাভরণভূষিত—কেহ বা দীর্ঘকেশরযুক্ত ॥৪॥

তাঁহার রাজ্যে, সুন্দর, পরিষ্কার, হৃষ্টপুষ্ট, মিষ্ট ও প্রভূত দুগ্ধবতী, পরিপুষ্টবৎসবতী বহু গাভীর আবির্ভাব হইল ॥৫॥

শত্রুর সহিত তাঁহার মধ্যস্থতা হইল। সেই মধ্যস্থভাব ক্রমে সৌহার্দে পরিণত হইল, পরে সেই সৌহার্দও দৃঢ় হইল।

আত্মপক্ষ ও সুহৃৎপক্ষ, তাঁহার মাত্র এই দুই পক্ষই বর্তমান রহিল—শত্রুপক্ষ বলিয়া অপর কোনো পক্ষ রহিল না ॥৬॥

তৎকালে, সৌদামিনীকুণ্ডলমণ্ডিত আকাশে, দেবতা, অশনিপাত ও অশ্মবর্ষণ দোষ বিনা, মন্দ মন্দ বায়ু ও মন্দ মন্দ মেঘগর্জনের সহিত, তাঁহার রাজ্যে, যথাসময়ে যথাস্থানে, বারিবর্ষণ করিতে লাগিল ॥৭॥

যথা ঋতুতে, কৃষিশ্রম ব্যতীতও, ফলবান্ শস্যসমূহ উৎপন্ন হইতে লাগিল ; ওষধিগণও রস ও সারের সহিত অধিকতর বর্ধিত হইয়া উঠিল ॥৮॥

যদিও প্রসবকাল, সংগ্রামে সৈন্যসংঘর্ষের মতই শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক, তথাপি সেই প্রসবকাল উপস্থিত হইলে গর্ভবতী নারীগণ, যথাকালে, সুস্থদেহে, নিরাময়ে, বিনাক্লেশে, প্রসব করিতে লাগিলেন ॥৯॥

সন্ন্যাসী ব্যতীত অতি হীন অবস্থার লোকও অন্যের নিকট কিছু প্রার্থনা করিত না। এবং প্রার্থিত হইলে, অতি অল্পধনশালী আর্যও (ভদ্রলোক) কাহারও প্রতি বিমুখ হইতেন না ॥১০॥

নহুষতনয় যযাতিসদৃশ, সেই রাজার রাজ্যে, কেহ বন্ধুবর্গের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিত না। তাঁহার রাজ্যে কেহ অ-দাতা, অ-ব্রতশীল, অনৃতচারী বা হিংস্র ছিল না ॥১১॥

সেই রাজ্যে ধর্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ, স্বর্গকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি

করিয়াই যেন উদ্যান, দেবায়তন, আশ্রম, কূপ, প্রপা, পুষ্করিণী ও উপবনের প্রতিষ্ঠা করিতেন ॥১২॥

দুর্ভিক্ষ, ভয় ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, প্রজাবর্গ, স্বর্গের ন্যায় সেই রাজ্যে, হৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিত। পতি পত্নীর প্রতি, বা পত্নী পতির প্রতি ব্যভিচার করিত না ॥১৩॥

রতিসুখলাভের জন্য কেহ ভালোবাসিত না। নিজ কামনা-চরিতার্থের জন্য কেহ ধন রাখিত না। ধনের জন্য কেহ ধর্ম আচরণ করিত না। এবং ধর্মের জন্য কেহ জীবহিংসা করিত না ॥১৪॥

প্রাচীনকালের অনরণ্য রাজার রাজ্যের ন্যায়, তাঁহার রাজ্যে চৌর্যাদি পাপসমূহ এবং অরিকুল লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাষ্ট্র, পররাষ্ট্রের অধীনতা হইতে মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তথায় ক্ষেম ও সুভিক্ষ বিরাজ করিত ॥১৫॥

আদিত্যসুত মনুর ন্যায় সেই নৃপতির রাষ্ট্রে, বোধিসত্ত্বের জন্মে হর্ষসঞ্চার হইল; পাপ বিদূরিত হইল; ধর্ম প্রজ্বলিত হইল; এবং কলুষের উপশম হইল ॥১৬॥

রাজকুমারের জন্মে, সেই রাজকুলের এইরূপ সম্পদ্‌লাভ এবং সর্বার্থ-সিদ্ধি ঘটিল বলিয়া, নৃপতি পুত্রের 'সর্বার্থ-সিদ্ধ' এই নামকরণ করিলেন ॥১৭॥

কিন্তু হায়! মায়াদেবী, পুত্রের দেবর্ষির ন্যায় বিরাট প্রভাব দর্শন করিয়া, হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, অমরত্বলাভের জন্য অমরায় প্রস্থান করিলেন ॥১৮॥

তখন মাতার ন্যায় প্রভাবসম্পন্না, মাতৃষ্বসা, দেবকুমারের ন্যায় সেই কুমারকে, পরমস্নেহে মাতৃনির্বিশেষে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

উদয়াচলস্থ তরুণ তপনের ন্যায়, অনিলের দ্বারা সমীরিত অনলের ন্যায়, কুমার শুক্লপক্ষের শশিসদৃশ, ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥২০॥

অতঃপর তাঁহার জন্য মহামূল্য চন্দন, ওষধিপূর্ণা রত্নাবলী, মৃগযুক্ত কাঞ্চনরথ, বয়সানুরূপ অলংকার, হিরণ্ময় হস্তী, মৃগ ও অশ্ব, গোবৎসবাহিত রথ, এবং স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা চিত্রিত পুত্তলিকাসমূহ, সুহৃদালয় হইতে আসিতে লাগিল ॥২১-২২॥

এই সকল বয়োনুরূপ বিষয়োপচারের দ্বারা, এইরূপে সেবিত কুমার, বালক হইলেও, ধী, শ্রী, ধৃতি ও শুচিতায়, প্রাজ্ঞের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন ॥২৩॥

রাজকুমার কৌমার অতিক্রম করিয়া, যথাসময়ে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, বহুবর্ষগম্য স্বকুলানুরূপ বিদ্যা অল্প দিবসেই শিক্ষা করিলেন ॥২৪॥

নৈঃশ্রেয়স (মুক্তি বা নির্বাণ) তাঁহার ভাবী লক্ষ্য, ইহা পূর্বে মহর্ষি অসিত হইতে শ্রবণ করিয়া— অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, এই ভয়ে, শাক্যরাজ পুত্রকে ভোগে প্রবৃত্ত করাইলেন ॥২৫॥

অনন্তর রাজা, স্থিরশীলান্বিত (স্থায়ীসদাচারসম্পন্ন) বংশ হইতে রূপবতী, লজ্জাশীলা, বিনীতা, বিশালযশঃসম্পন্না,

যশোধরা নাম্নী সাধ্বী, বামারূপিণী লক্ষ্মী, কুমারকে প্রদান করিলেন ॥২৬॥

তখন অপূর্ব দেহের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, সনৎকুমার-সদৃশ সেই রাজকুমার, শচীর সহিত সহস্রাক্ষের ন্যায়, শাক্যেন্দ্র-বধূর সহিত অভিরমণ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

কিরূপে কুমার কিঞ্চিৎমাত্রও মনঃক্ষোভকর বা প্রতিকূল কিছু দেখিতে না পান, ইহা চিন্তা করিয়া রাজা প্রাসাদের অভ্যন্তরে, জনগণের অগোচর এক বাসগৃহ, কুমারের জন্য নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন ॥২৮॥

অনন্তর, শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র, ভূমিতে অবতীর্ণ দিব্য দেবগৃহের ন্যায় সর্বঋতু-সুখকর সেই হর্ম্যে, স্ত্রীগণের উৎকৃষ্ট তূর্যধ্বনিসহ, কুমার বিহার করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

নারীগণের অঙ্গুলি-অভিহত সুবর্ণখচিত-কক্ষ-মৃদঙ্গের কলধ্বনি ও শ্রেষ্ঠ অপ্সরানৃত্যসম নৃত্যে, সেই বাসভবন কৈলাসের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥৩০॥

বাক্যালাপ, ললিতকলা, হাব, ভাব, ক্রীড়াপূর্ণ মাদকতা, মধুর হাস্য, ভ্রূভঙ্গ ও কটাক্ষের দ্বারা, রমণীগণ তাঁহাকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

অতঃপর কামকলাভিজ্ঞা রতিকর্কশা রমণীগণ কর্তৃক বন্দী-কৃত রাজকুমার, বিমান (স্বর্গস্থ প্রাসাদ) অধিরূঢ় পুণ্যকর্মার ন্যায়, বিমান (স্বর্গীয় প্রাসাদ এবং সপ্ততল উচ্চ প্রাসাদ) হইতে ভূমিতে (পৃথিবীতে এবং মাটিতে) পদার্পণ করিলেন না ॥৩২॥

নৃপতি কিন্তু পুত্রের উন্নতি কামনায় এবং তাঁহার (প্রাপ্য) ভাবী পুণ্যফলের দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া, শমগুণেই রত হইলেন; পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেন; সংযম অভ্যাস করিলেন ও সাধুগণের সেবা করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥

তিনি অসংযত ব্যক্তির ন্যায় কামসুখে আসক্ত রহিলেন না। নারীর প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুরাগ রহিল না। ধৃতির দ্বারা তিনি চপল ইন্দ্রিয়াশ্বকে এবং গুণের দ্বারা বন্ধু ও পৌরবর্গকে জয় করিলেন ॥৩৪॥

যে-বিদ্যা পরকে দুঃখ দেয়, তাহা তিনি শিক্ষা করিতেন না। যে-জ্ঞান কল্যাণকর তাহাই অধ্যয়ন করিতেন। যেরূপ নিজের প্রজার, সেইরূপ সমগ্র মানব জাতিরও তিনি শুভকামনা করিতেন ॥৩৫॥

পুত্রের দীর্ঘায়ুর জন্য, তিনি সমুজ্জ্বল গ্রহ বৃহস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে যথোচিত অর্চনা করিলেন। তিনি এক বৃহৎ হুতাশনে হব্য আহুতি দিলেন। দ্বিজগণকে কাঞ্চন ও গাভী প্রদান করিলেন ॥৩৬॥

শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতার জন্য, তিনি তীর্থাম্বু ও গুণাম্বুর দ্বারা স্নাত হইলেন। এবং বেদোপদিষ্ট সোম ও হৃদয়স্থ শান্তিসুখ পান করিতে করিতে আত্মজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

তিনি প্রীতিকর বাক্য বলিতেন, অনর্থকর কিছু কহিতেন না। সত্য যাহা এবং যাহা অপ্রিয় নয় তাহাই তিনি উচ্চারণ

করিতেন। যাহা প্রীতিকর অসত্য, বা নিষ্ঠুর সত্য, নিজ সংকোচ বা বিনয়বশতই তিনি তাহা বলিতে পারিতেন না ॥৩৮॥

কার্যোদ্দেশে তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ উপস্থিত হইলে, তিনি স্নেহ বা বিদ্বেষবশত কোনোরূপ পক্ষপাত করিতেন না। শুভ ন্যায় বিচারকেই তিনি অবলম্বন করিতেন। যাগযজ্ঞকেও তিনি ন্যায় বিচারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ গণ্য করিতেন না ॥৩৯ ॥

কেহ কিছু আশা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি দানবারি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। বিনাযুদ্ধে, তাঁহার বৃত্ত (চরিত্র) রূপ পরশু দ্বারা, শত্রুগণের বর্ধিত দর্প চূর্ণ করিতেন ॥৪০॥

এককে সংযত করিয়া তিনি সপ্তকে পালন করিতেন। সপ্তকেও পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চকে রক্ষা করিতেন। ত্রিবর্গ লাভ করিয়া তিনি ত্রিবর্গ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। দ্বিবর্গ জ্ঞাত হইয়া, দ্বিবর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৪১॥[১]

১। তিনি এককে অর্থাৎ মনকে সংযত করিয়াছিলেন। সপ্তকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সপ্ত অঙ্গকে (স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল) রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজার সপ্ত দোষ (দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, মৃগয়াসক্তি, মৈথুনাসক্তি ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চ বায়ু (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান) রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম (ত্রিবর্গ) লাভ করিয়াছিলেন। (কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সৈন্য প্রভৃতি অষ্টবিধ বিষয়ের) ত্রিবর্গ অর্থাৎ তিন অবস্থা [বৃদ্ধি, ক্ষয় ও স্থান (যাহার বৃদ্ধিও নাই ক্ষয়ও নাই)] অবগত হইয়াছিলেন। চিৎ ও জড় এই দ্বিবর্গকে জানিয়াছিলেন এবং সুখ ও দুঃখ এই দ্বিবর্গকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দোষিগণ বধ্য নির্ধারিত হইলেও তিনি তাহাদিগকে বধ করিতেন না। অনুগ্র শাস্তির দ্বারা তিনি তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাদের মুক্তিদানও তাঁহার নিকট কুনীতি বলিয়া গণ্য হইত ॥৪২॥

তিনি ঋষি-আচরিত পরম ব্রত পালন করিতেন। চির-পোষিত বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গুণগন্ধান্বিত যশ লাভ করিয়াছিলেন। এবং চিত্ত মলিনকারী রজ (গুণ) পরিহার করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

প্রাপ্য রাজস্বের অধিক তিনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। পরদ্রব্যে স্পৃহা করিতেন না। শত্রুপক্ষের অধর্মের বিষয় ব্যক্ত করিবার অভিলাষ তাঁহার ছিল না। হৃদয়ে দ্বেষ বা ক্ষোভ পোষণেরও তাঁহার ইচ্ছা হইত না ॥৪৪॥

যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন তাঁহার শমাত্মক প্রসন্ন ও প্রশান্ত চিত্তের অনুরূপ আচরণ করে, সেইরূপ ভৃত্য ও পৌরবর্গ, এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত সেই ভূমিপতির অনুসরণ করিত ॥৪৫॥

অতঃপর, চারুপয়োধরা, সুযশস্বিনী, যশোধরাতে শুদ্ধোদন-পুত্রের রাহুল নামে রাহুশত্রুর (চন্দ্রের) ন্যায় আননবিশিষ্ট এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ॥৪৬॥

বংশ বৃদ্ধি হওয়ায়, পুত্রপ্রিয় নরপতি পরম প্রীত হইলেন। পুত্র হইলে তিনি যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, পৌত্র হওয়ায় তিনি তেমনি আনন্দিত হইলেন ॥৪৭॥

'পুত্রের আমার আমারই ন্যায় পুত্রস্নেহ লাভ হইবে' এই ভাবিয়া আনন্দিত পুত্রপ্রিয় নরপতি যেন স্বর্গারোহণে ইচ্ছুক হইয়াই, যথাকালে প্রসিদ্ধ (জাতকর্মাদি) বিধিসমূহ পালন করিলেন ॥৪৮॥

সত্যযুগের যশস্বী রাজেন্দ্রগণের পথানুবর্তী সেই নৃপ, শুক্লবসন পরিত্যাগ না করিয়াই, তপশ্চরণ করিতে এবং হিংসা-রহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥৪৯॥

নৃপশ্রী ও তপঃশ্রী দ্বারা জাজ্বল্যমান, কুল, বৃত্তি ও ধী দ্বারা দীপ্ত, সেই পুণ্যকর্মা পুরুষ, যেন সহস্রাংশু সূর্যের ন্যায় তেজঃ-সৃষ্টি কামনা করিলেন ॥৫০॥

স্থিতশ্রী নরপতি, পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায়, স্বায়ম্ভুব সাম-বেদীয় সূক্ত শ্রদ্ধাসহকারে জপ করিতে লাগিলেন। আদিকালে প্রজাসৃজনেচ্ছু প্রজাপতির ন্যায়, তিনি বহু দুষ্কর কর্ম করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

তিনি শস্ত্র ত্যাগ করিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তিনি শমপরায়ণ ছিলেন এবং নিয়ম পালন করিতেন। জিতেন্দ্রিয় যতির ন্যায় তিনি বিষয়ের ভজনা করিতেন না। সমস্ত বিষয়কে (রাজ্যকে) তিনি পিতার ন্যায় দর্শন (তত্ত্বাবধান) করিতেন ॥৫২॥

তিনি পুত্রের জন্য রাজ্য, কুলের জন্য পুত্র ও যশের জন্য কুলকে রক্ষা করিতেন। তিনি স্বর্গের জন্য যশ, আত্মার জন্য স্বর্গ, ও ধর্মের জন্যই আত্মস্থিতি আকাঙ্ক্ষা করিতেন ॥৫৩॥

আমার পুত্র তাঁহার পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছেন—এখন তিনি বনে যাইবেন না— এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া, শাক্যরাজ, সজ্জনের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও শ্রুতিসিদ্ধ বিবিধ ধর্ম আচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

জগতে মহীপালগণ আত্মশ্রিত রাজশ্রীর রক্ষণাভিলাষে পুত্রগণকে (কামাসক্তি হইতে) রক্ষা করেন। কিন্তু সেই নরপতি ধর্মাকাঙ্ক্ষী হইয়াও পুত্রকে ধর্ম হইতে বিরত করিয়া কামোপভোগে প্রবৃত্ত করাইলেন ॥৫৫॥

অনুপমসত্ত্ব, বিষয়সুখরসজ্ঞ বোধিসত্ত্বগণ পুত্র উৎপন্ন হইলেই বনে গমন করিতেন। কিন্তু পূর্বসঞ্চিত শুভকর্মযুক্ত এই বোধিসত্ত্বের কুশলমূল[1] অঙ্কুরিত হইলেও, বোধিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিষয় ভোগে রত রইলেন ॥৫৬॥

১. কুশলমূল— ক্রোধহীনতা, লোভহীনতা ও মোহহীনতাকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে কুশলমূল বলা হয়। ইহা হইতেই সমস্ত কুশলকর্মের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহারা কুশলমূল।

তৃতীয় সর্গ

অতঃপর একদা তিনি পেলবশ্যামলতৃণাবৃত কোকিল-কূজিতপাদপপূর্ণ পদ্মপ্রস্ফুটিতদীর্ঘিকাশোভিত গীতপ্রতিধ্বনিত কাননের বিষয় শ্রবণ করিলেন ॥১॥

তখন কামিনীগণের প্রিয় সেই পুরকাননসমূহের রমণীয়তার বিষয় শ্রবণ করিয়া, অন্তর্গৃহে অবরুদ্ধ নাগের ন্যায়, তিনি বহিঃপ্রয়াণের অভিলাষ করিলেন ॥২॥

অনন্তর নরপতি, পুত্রের অভিব্যক্ত মনোভাব অবগত হইয়া, নিজ স্নেহ ও ঐশ্বর্যের যোগ্য এবং পুত্রের বয়সানুরূপ বিহার-যাত্রার আদেশ দিলেন ॥৩॥

সুকুমারচিত্ত কুমার যাহাতে উদ্বিগ্ন না হন, তাহা চিন্তা করিয়া, তিনি রাজমার্গে আর্ত ও ইতর ব্যক্তির চলাচল নিষেধ করিলেন ॥৪॥

তিনি সুস্নিগ্ধ ব্যবহারের দ্বারা, অঙ্গহীন, বিকলেন্দ্রিয়, জরা-গ্রস্ত, দুঃস্থ, আতুর আদি জনগণকে, রাজপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাহার পরম শোভা সম্পাদন করিলেন ॥৫॥

রাজমার্গ শোভিত করা হইলে, অনুজ্ঞা প্রাপ্ত শ্রীমান কুমার, বিনীত অনুচরগণের সহিত, প্রাসাদতল হইতে যথাসময়ে অবতরণ করিয়া, নরপতি-সমীপে গমন করিলেন ॥৬॥

অতঃপর আগতাশ্রু নৃপতি, পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া

এবং তাঁহাকে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, মুখে "যাও" এইরূপ আদেশ দিলেন, কিন্তু স্নেহবশত অন্তরের সহিত বিদায় দিতে পারিলেন না ॥৭॥

অনন্তর কুমার, সুবর্ণ-অশ্বাভরণ-সজ্জিত, শান্ত-তুরঙ্গম-চতুষ্টয়বাহিত, পৌরুষবান বিদ্বান পবিত্রাত্মা সারথিনিয়ন্ত্রিত হিরণ্ময় রথে আরোহণ করিলেন ॥৮॥

তারাগণের সহিত তারাধিপ চন্দ্র যেরূপ অন্তরীক্ষে প্রকাশিত হন, সেইরূপ কুমার তাঁহার অনুরূপ অনুচরবর্গের সহিত, চলৎপতাকা-বিশিষ্ট রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন ॥৯॥

কৌতূহলে স্ফীততর নেত্রের ন্যায়, নীলোৎপলখণ্ডে আচ্ছাদিত রাজপথে, পৌরবর্গ কর্তৃক চতুর্দিক হইতে নিরীক্ষ্যমাণ হইয়া, তিনি ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥১০॥

তাঁহার সৌম্যভাবের জন্য কেহ তাঁহাকে প্রশংসা করিল। কেহ তাঁহার দীপ্তিবশত তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং কেহ তাঁহার দাক্ষিণ্যহেতু ঐশ্বর্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিল ॥১১॥

সম্ভ্রান্তগৃহ হইতে কুব্জগণ, কিরাত ও বামনসমূহ, এবং সাধারণ গৃহ হইতে নারীগণ, নির্গত হইয়া দেবতার শোভাযাত্রার ধ্বজসমূহের ন্যায় (অর্থাৎ দেবতার শোভাযাত্রায় ধ্বজসমূহকে লোকে যেমন প্রণাম করে), তাঁহাকে প্রণাম করিল ॥১২॥

"কুমার গমন করিতেছেন" প্রেষ্যজন হইতে এই বার্তা শ্রবণ করিয়া, নারীগণ গুরুজন হইতে অনুমতি লইয়া, তাঁহার দর্শনাভিলাষে হর্ম্যতলে গমন করিলেন ॥১৩॥

শিথিল কাঞ্চী-বন্ধনের দ্বারা বাধাগ্রস্ত, সদ্য জাগ্রত হওয়ায় আকুল-লোচনা, কৌতূহলপূর্ণা রমণীগণ, তাঁহার আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অলংকৃত হইয়া একত্রিত হইলেন ॥১৪॥

প্রাসাদসোপানতলে প্রতিধ্বনিত কাঞ্চীরব ও নূপুর-নিঃস্বনের দ্বারা গৃহপক্ষিসমূহকে বিভ্রান্ত করিয়া, দ্রুতগমনের জন্য তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥১৫॥

কোনো বরাঙ্গনা, কৌতূহলবশত দ্রুতগতি হইবার ইচ্ছা করিয়াও, পীন পয়োধর ও বিশাল শ্রোণিভারহেতু মন্থরগতি হইলেন ॥১৬॥

কোনো রমণী দ্রুতগমনে সমর্থ হইয়াও, গোপনে পরিহিত ভূষণসমূহ অতিশয় প্রকটিত হওয়ায় (অত্যন্ত চোখে পড়ায়), লজ্জাবশত তাহা আবৃত করিয়া, বেগসংবরণপূর্বক ধীরে ধীরে গমন করিলেন ॥১৭॥

পরস্পরের সংঘর্ষহেতু জড়িত হইয়া, এবং সেই সংঘর্ষে কুণ্ডলসমূহ সংক্ষুভিত করিয়া, রমণীগণ, ভূষণনিক্কণে বাতায়ন-সমূহ অশান্ত করিয়া তুলিলেন ॥১৮॥

বাতায়নবিনিঃসৃত, পরস্পরসংলগ্নকুণ্ডলরমণীমুখ-পঙ্কজশ্রেণী, হর্ম্যে বিরাজিত কমলরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥১৯॥

কৌতূহলে বাতায়নসমূহ উদ্ঘাটিত করিয়া, যুবতীগণ প্রাসাদ পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। যুবতীপরিপূর্ণ বিমান (উচ্চপ্রাসাদ) সমূহে শোভান্বিতা সেই নগরী, অপ্সরাভূষিত বিমান (দেবগৃহ) পরিবৃত স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইল ॥২০॥

বাতায়নের অল্পায়তনহেতু, বরাঙ্গনাগণের পরস্পরকপোল-সংলগ্ন কুণ্ডলবিভূষিত আননসমূহ, পঙ্কজরচিত মালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥২১॥

রমণীগণ কুমারকে পথে যাইতে দেখিয়া, যেন ভূতলে অবতরণ করিতে উৎসুক হইলেন এবং পথস্থিত জনসমূহ তাঁহাকে দর্শন করিতে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া, যেন স্বর্গারোহণে ইচ্ছুক হইলেন ॥২২॥

নারীগণ রূপৈশ্বর্যদীপ্ত রাজপুত্রকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন— 'ইঁহার ভার্যা ধন্য।' শুদ্ধ মনোভাব হইতেই তাঁহারা ইহা বলিলেন, কোনো মন্দ ভাব হইতে নহে ॥২৩॥

রূপে স্বয়ং পুষ্পকেতুর ন্যায়, আয়ত ও পীনবাহু এই রাজকুমার, ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের আরাধনা করিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহারা তাঁহার জন্য গৌরব বোধ করিলেন ॥২৪॥

শুচি ও সৌম্যবেশপরিহিত, বিনীত পৌরজনে আকীর্ণ রাজপথ, সেই প্রথম দেখিয়া কুমার হৃষ্ট হইলেন। এবং নিজের যেন পুনর্জন্ম হইল— তাঁহার মনে কতকটা এইরূপ ভাবের উদয় হইল ॥২৫॥

পরন্তু, শুদ্ধাধিবাস দেবগণ সেই নগরকে স্বর্গের ন্যায় প্রহৃষ্ট দেখিয়া, রাজপুত্রের গৃহত্যাগের (প্রব্রজ্যার)অনুপ্রেরণার জন্য, এক জরাজীর্ণ মায়া-মানব সৃষ্টি করিলেন ॥২৬॥

সাধারণ জনসমূহ হইতে পৃথগাকৃতি, জরাভিভূত সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া, রাজকুমার অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে

চাহিয়া রহিলেন, এবং সারথিকে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন ।।২৭।।

"হে সূত, শ্বেতকেশযুক্ত, ভ্রূদ্বারা আবৃতনেত্র, শিথিল ও আনতঅঙ্গ, দণ্ডধারী এই ব্যক্তি কে। ইহার কি কোনোরূপ বিকৃতি হইয়াছে। না ইহার প্রকৃতিই এইরূপ। না দৈববশত ইহার এইরূপ আকৃতি হইয়াছে।" ॥২৮॥

কুমার এই প্রশ্ন করিলে, সারথি সেই অপ্রকাশ্য জরার বিষয় নৃপাত্মজকে নিবেদন করিলেন। দেবগণের দ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া, তিনি তাহাতে কোনো দোষ দর্শন করিলেন না ।।২৯।।

"ইহা রূপবিনাশক, বলহানিকর, শোকের আকর, সকল সন্তোষের অপহারক, স্মৃতিনাশক, ইন্দ্রিয়গণের রিপু— ইহার নাম জরা। এই জরার দ্বারাই এই ব্যক্তি জীর্ণ হইয়াছে ।।৩০।।

"শিশুকালে এই ব্যক্তিই স্তন্যপান করিত। পরে মাটিতে হামা দিয়া হাঁটিতে শিখিল। ক্রমে সুচারুদেহ যুবা হইল। তাহার পর এইরূপ জরাগ্রস্ত হইয়াছে" ।।৩১।।

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আমাকেও কি এইরূপ দোষগ্রস্ত হইতে হইবে।" তখন সারথি তাঁহাকে বলিলেন ।।৩২।।

"কালক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে আয়ুষ্মানও যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকে ইহাকে রূপবিনাশয়িত্রী জরা বলিয়া জানে, তথাপি ইহা বাঞ্ছাও করে" ।।৩৩।।

অনন্তর পূর্বজন্মের সংস্কার দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি, বহুকল্পসঞ্চিত

পুণ্যে পবিত্র সেই মহাত্মা, নিকটে ঘোর অশনিনির্ঘোষ হইলে গাভী যেরূপ ত্রস্ত হয়, জরার কথা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ ত্রস্ত হইলেন ॥৩৪॥

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সেই জরাজীর্ণের প্রতি কম্পমান মস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় সেই হর্ষপরিপ্লুত জনতাকে দর্শন করিয়া, তিনি উদ্বেগের সহিত কহিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

"জরা এইরূপে স্মৃতি, রূপ ও পরাক্রম, নির্বিশেষে নষ্ট করে। লোকে এইরূপ জরাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, তথাপি কোনোরূপ উৎকণ্ঠিত হইতেছে না ॥৩৬॥

"এইরূপ অবস্থায় হে সূত, অশ্বদিগকে নিবর্তিত করিয়া, শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করো। চিত্তে যখন আমার এই জরাভয় বর্তমান, তখন আমি উদ্যানভূমিতে কিরূপে প্রীতিলাভ করিব" ॥৩৭॥

প্রভুপুত্রের সেই আদেশে সারথি রথ প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুমার এরূপ চিন্তাকুল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন যে সেই পরিপূর্ণ-প্রাসাদও তাঁহার শূন্য মনে হইল ॥৩৮॥

'জরা, জরা' এই কথা চিন্তা করিতে করিতে, সেখানেও তিনি শান্তি না পাইয়া, নরেন্দ্রের অনুমতিক্রমে, পুনরায় পূর্বের ন্যায় বাহির হইলেন ॥৩৯॥

অনন্তর দেবগণও পুনরায় ব্যাধি-পরিপূর্ণদেহ এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। শুদ্ধোদনসুত তাহাকে দেখিয়া, তাহার প্রতি দৃষ্টিনিবেশপূর্বক সারথিকে প্রশ্ন করিলেন ॥৪০॥

"স্থূলোদর, শ্লথস্কন্ধ, শিথিলবাহু, কৃশ ও পাণ্ডুগাত্র, এ ব্যক্তি কে। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ইহার দেহ কম্পিত হইতেছে। অন্য এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া, এ করুণস্বরে 'মা মা' এই কাতর-ধ্বনি উচ্চারণ করিতেছে" ॥৪১॥

তখন সারথি কহিলেন, "হে সৌম্য, ধাতুপ্রকোপ হইতে উৎপন্ন, রোগ নামক সুমহান অনর্থ, ইহাতে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ব্যক্তি পূর্বে শক্তিমান ছিল। আজ রোগ ইহাকে পরাধীন করিয়াছে" ॥৪২॥

সেই ব্যক্তিকে অনুকম্পার সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে, রাজপুত্র পুনরায় সারথিকে প্রশ্ন করিলেন, "এই দোষ কি কেবল ইহাতেই জন্মিয়াছে, না সমস্ত জনগণের মধ্যেই এই রোগভয় সাধারণ" ॥৪৩॥

অনন্তর সারথি বলিলেন:—"হে কুমার, এই দোষ সাধারণ। এই রোগের দ্বারা পরিপীড়িত হইয়াও ব্যাধিক্লিষ্ট জনগণ আনন্দ অনুভব করে" ॥৪৪॥

ইহা শুনিয়া বিষণ্ণমনা সেই কুমার, জলতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত শশীর ন্যায় কম্পিত হইলেন। করুণার্দ্রচিত্তে কথঞ্চিৎ মৃদুস্বরে তিনি কহিলেন ॥৪৫॥

"মানবের এইরূপ রোগব্যসন প্রত্যক্ষ করিয়াও লোক নিশ্চিন্ত থাকে। হায়, মানুষের অজ্ঞান কী বিস্তীর্ণ। ইহারা রোগভয় হইতে মুক্ত না হইয়াও আনন্দিত হয় ॥৪৬॥

"হে সূত। বহির্গমনে নিবৃত্ত হও। নরেন্দ্রভবনেই

রথ লইয়া চলো। এই রোগভয়ের কথা শুনিয়া, আমোদ-প্রমোদ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, চিত্ত যেন আমার সংকুচিত হইয়া যাইতেছে” ॥৪৭॥

অনন্তর প্রত্যাগত রাজকুমার, চিন্তামগ্ন হইয়া, বিষণ্নমনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে এইরূপ দ্বিতীয়বার সংনিবৃত্ত দেখিয়া, নরপতি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেন ॥৪৮॥

কুমারের প্রত্যাবর্তনের কারণ শুনিয়া, রাজা নিজেকে পুত্র-পরিত্যক্ত বলিয়াই মনে করিলেন। যাহাদের উপর মার্গ পরিষ্কারের ভার ছিল, তাহাদের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়াও কোনো উগ্রদণ্ড বিধান করিলেন না ॥৪৯॥

মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ অস্থির, চঞ্চল, সুতরাং যদি ভোগা-সক্ত হইয়া ইনি আমাদের ত্যাগ না করেন— এইরূপ আশা করিয়া, রাজা পুত্রের জন্য পুনরায় সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিলেন ॥৫০॥

কিন্তু যখন দেখিলেন কুমার অন্তঃপুরে, শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রীতিলাভ করিতে পারিলেন না, তখন রাজা তাঁহার বহির্যাত্রার আদেশ দিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন এই নূতনত্বে তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটিবে ॥৫১॥

পুত্রের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তিনি স্নেহবশত কামাসক্তি দোষের বিষয় চিন্তা না করিয়া, সকলকলাভিজ্ঞ যোগ্য বরাঙ্গনাদের তথায় গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥৫২॥

অতঃপর রাজা, রাজমার্গকে বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও

অলংকৃত করিয়া, রথ ও সারথি পরিবর্তনপূর্বক, কুমারের বহির্গমনের আদেশ দিলেন ॥৫৩॥

রাজপুত্র পথে বাহির হইলে, দেবগণ এক মৃতদেহ সৃষ্টি করিলেন। পথে বাহিত সেই মৃতদেহ, কুমার ও সারথি ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পাইল না ॥৫৪॥

তখন রাজকুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "চারি-জন বাহকের দ্বারা বাহিত এই ব্যক্তি কে। ইহাকে শোকার্ত জনগণ অনুসরণ করিতেছে। এই পুরুষ সুভূষিত, তথাপি সকলে ইহার জন্য ক্রন্দন করিতেছে" ॥৫৫॥

অর্থবিৎ সেই সারথি, শুদ্ধাত্মা শুদ্ধাধিবাস দেবগণের দ্বারা অভিভূতচিত্ত হইয়া, প্রভুর নিকটে সেই গোপনীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন ॥৫৬॥

"বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও গুণ বিযুক্ত, সুপ্ত, সংজ্ঞাহীন, তৃণ-কাষ্ঠবৎ এই ব্যক্তিকে তাহার প্রিয় ব্যক্তিগণ এতদিন যত্নের সহিত বর্ধন ও রক্ষা করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতেছে"॥৫৭ ॥

সারথির এই বাক্য শ্রবণে, তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "কেবল এই ব্যক্তিরই অবস্থা এইরূপ, না সকল মানবেরই এই পরিণাম।" ॥৫৮॥

তখন সারথি বলিলেন— "সকল সৃষ্ট জীবেরই পরিণাম এইরূপ। ইহলোকে, হীন, মধ্য, মহাত্মা, সকলেরই নিয়ত বিনাশ হয়" ॥৫৯॥

স্বভাবত ধীর হইলেও, কুমার মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া

তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি রথদণ্ডোপরি স্কন্ধ স্থাপনপূর্বক গম্ভীরস্বরে বলিলেন ॥৬০॥

"জীবগণের ইহাই চরমগতি। তথাপি লোকে ভয় ত্যাগ করিয়া আমোদপ্রমোদ করিতে থাকে। যাহারা এই পথে থাকিয়াও উদ্বিগ্ন না হইয়া সুস্থ থাকে, আমার মনে হয় তাহাদের হৃদয় অতিশয় কঠিন ॥৬১॥

"অতএব, হে সূত, রথ নিবর্তিত করো। এই দেশ কাল আমাদের বিহারভূমিতে গমনের উপযুক্ত নহে। অন্তকালে বিনাশ জানিয়াও কোন্ সচেতন ব্যক্তি, বিপদের সময় প্রমত্ত থাকিবে" ॥৬২॥

রাজকুমার এইরূপ বলিলেও, সারথি রথ প্রত্যাবর্তন না করিয়া, রাজাদেশে শোভান্বিত পদ্মখণ্ড-বনে গমন করিলেন ॥৬৩॥

অনন্তর তাঁহারা বিমানযুক্ত, কমলপূর্ণ চারু দীর্ঘিকা-শোভিত, কুসুমিতবালপাদপবিরাজিত, ইতস্ততভ্রাম্যমান, প্রসন্ন, প্রমত্ত, পিককুলপরিবৃত, নন্দনকাননসম সেই কানন দর্শন করিলেন ॥৬৪॥

অনন্তর সুন্দরী অপ্সরাপরিবৃত, অলকায় আনীত নবব্রতধারী মুনির ন্যায়, বিঘ্নকাতর রাজকুমার, বরাঙ্গনা-কুলপূর্ণ সেই উপবনে বলপূর্বক নীত হইলেন ॥৬৫॥

চতুর্থ সর্গ

অনন্তর কৌতূহলচঞ্চলনয়না নারীগণ, কুমারকে বিবাহে আগত বরের ন্যায় অভ্যর্থনা করিতে, সেই পুরোদ্যান হইতে নির্গত হইল ॥১॥

বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা সেই রমণীগণ তাঁহার সমীপবর্তী হইয়া পদ্মকোষের ন্যায় করপল্লবদ্বারা, তাঁহাকে যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিল ॥২॥

রাগাভিভূতচিত্ত বরাঙ্গনাগণ, প্রীতিবিকচ বিশাল লোচনের দ্বারা, তাঁহাকে যেন পান করিতে করিতে, পরিবেষ্টন করিয়া রহিল ॥৩॥

সেই নারীগণ, সহজ ভূষণের ন্যায়, দীপ্ত লক্ষণ সমূহে শোভিত কুমারকে, মূর্তিমান মন্মথ বলিয়া মনে করিল ॥৪॥

ধীরতা ও সৌম্যতা হেতু, কেহ তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ সুধাবিতরণকারী সুধাংশু চন্দ্রমা বলিয়া মনে করিল ॥৫॥

তাঁহার দেহের দীপ্তিদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত নারীগণ, যেন পরাজিত হইয়াই জৃম্ভন করিল এবং পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি হানিয়া ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাঁহার প্রভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়া, নারীগণ তাঁহাকে স্থির দৃষ্টিতে কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কথাও কহিল না হাস্যও করিল না ॥৬-৭॥

তাহাদিগকে এইরূপ প্রণয়বিক্লব ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া পুরোহিতপুত্র ধীমান্ উদায়ী বলিলেন ॥৮॥

"তোমরা সকলে সর্বকলাজ্ঞ, ভাবগ্রহণে পটু, রূপ ও চাতুর্য সম্পন্ন এবং স্বকীয় গুণে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥৯॥

"এই সকল গুণের দ্বারা তোমরা উত্তরকুরুকে, এমন কি কুবেরের ক্রীড়াভূমিকে পর্যন্ত শোভান্বিত করিতে পার, এই পৃথিবীর কথা কী ॥১০॥

"তোমরা বীতরাগ ঋষিদিগকে ও অপ্সরাশোভিত দেবগণকেও চঞ্চল করিতে সমর্থ ॥১১॥

"তোমরা তোমাদের হাবভাব, জ্ঞান, চাতুর্য ও রূপসম্পদের দ্বারা স্ত্রীলোককেও আকৃষ্ট করিতে পার, পুরুষের আর কথা কী ॥১২॥

"এইরূপ সামর্থ্যসম্পন্ন হইয়াও, নিজ অধিকারে নিযুক্ত তোমাদের এ কী প্রকারের চেষ্টা। তোমাদের এরূপ সরলতায় আমি সন্তুষ্ট নহি ॥১৩॥

"তোমাদের এই কার্য, লজ্জায় কুঞ্চিতনয়না নববধূর, কিংবা গোপবধূরই অনুরূপ ॥১৪॥

"ইনি ধীর এবং মহামহিমাসম্পন্ন মহাপুরুষ, কিন্তু নারীগণেরও মহা তেজ আছে; অতএব এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হও ॥১৫॥

"পুরাকালে দেবতাগণেরও দুর্ধর্ষ মহর্ষি ব্যাস, কাশিসুন্দরীর চরণের দ্বারা আহত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

"পূর্বে মন্থাল গৌতম নামে সন্ন্যাসীও জঙ্ঘা নাম্নী বারমুখ্যার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে প্রীত করিবার অভিলাষে, তাহার অর্থাগমের জন্য, মৃতদেহ আহরণ করিয়াছিলেন ॥১৭॥

"নীচবর্ণা হইয়াও এক নারী, দীর্ঘতপা দীর্ঘজীবী মহর্ষি গৌতমকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল ॥১৮॥

"বিবিধ উপায়ের দ্বারা, শান্তা, স্ত্রীলোকসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আকৃষ্ট করিয়া হরণ করিয়াছিলেন ॥১৯॥

"ঘৃতাচী অপ্সরা, মহাতপোমগ্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে হরণ করিয়াছিল এবং তিনি তাহার সহিত বাস করিতে করিতে দশ বৎসরকেও (সুখমগ্ন অবস্থায়) একদিনের ন্যায় গণ্য করিয়াছিলেন ॥২০॥

"নারীগণ যখন পুরাকালের সেইরূপ ঋষিদিগেরও বিকৃতি আনয়ন করিয়াছে, তখন তরুণ ও কোমল প্রকৃতি এই রাজপুত্রের আর কথা কী ॥২১॥

"অতএব নৃপতির এই বংশশ্রী যাহাতে এখান হইতে বিমুখ না হয়, নির্ভয়ে তাহার চেষ্টা করো ॥২২॥

"সামান্য যুবতীগণ নিজেদের অনুরূপ পুরুষের চিত্তই হরণ করে, পরন্তু নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট সকলেরই হৃদয় যাহারা হরণ করে, তাহারাই যথার্থ স্ত্রীনামের যোগ্য" ॥২৩॥

উদায়ীর এই বাক্য শ্রবণে নারীগণ যেন বিদ্ধ হইয়া, কুমারকে বন্দী করিবার জন্য, নিজদিগকে উত্তেজিত করিল ॥২৪॥

প্রথমত, তাহারা ভ্রূভঙ্গ, কটাক্ষ, হাবভাব, হাস্য ও

ললিতগতি আদি অঙ্গবিক্ষেপচেষ্টা, ভয়ভীতা নারীর ন্যায় করিতে লাগিল ॥২৫॥

কিন্তু রাজনিয়োগহেতু ও কুমারের মৃদুভাব দর্শনে উৎসাহিত হইয়া এবং মদের ও মদনের দ্বারা, শীঘ্রই তাহারা ভয়চকিতভাব পরিত্যাগ করিল ॥২৬॥

হিমালয়বনে হস্তিনীযূথ সহ হস্তীর ন্যায়, নারীগণে পরিবৃত সেই কুমার, উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

অপ্সরাবৃত বিবস্বান তাঁহার সুন্দর বিলাস-উদ্যানে যেরূপ দীপ্তি পান, তিনিও স্ত্রীগণের সহিত সেই রম্য উপবনে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৮॥

কোনো মদোন্মত্তা নারী কঠিন, পরস্পরলগ্ন, মনোজ্ঞ পরিপুষ্ট স্তনযুগলের দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিল ॥২৯॥

কেহ বা ছলপূর্বক স্খলিত হইয়া, তাহার কোমল স্কন্ধালম্বিত ললিত বাহুলতার দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, বলপূর্বক আলিঙ্গন করিল ॥৩০॥

কেহবা তাহার আসবগন্ধি, তাম্র-অধরোষ্ঠবিশিষ্ট মুখখানি তাঁহার কর্ণমূলে স্থাপন করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল— 'এক গোপনীয় কথা শ্রবণ করুন' ॥৩১॥

সুগন্ধি অনুলেপনাসিক্তা কোনো সুন্দরী, তাঁহার করস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহাকে যেন আদেশ করিতেছে— এইভাবে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিল—'এই স্থানে পূজা করুন।' ॥৩২॥

কেহ বা মত্ততাচ্ছলে তাহার নীলাম্বর বারংবার শিথিল

করিয়া, কাঞ্চীবন্ধন ঈষৎ প্রদর্শনপূর্বক, বিদ্যুৎস্ফুরিত রজনীর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥৩৩॥

শব্দায়মান কনককাঞ্চীপরিহিতা কোনো নারী, সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, শ্রোণীযুগল প্রদর্শন করিতে করিতে, ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥৩৪॥

কেহ কেহ বা তাহাদের সুবর্ণ-কলসসদৃশ পয়োধরসমূহ প্রদর্শনপূর্বক মুকুলিতচূতশাখা ধারণ করিয়া ঝুলিতে লাগিল ॥৩৫॥

কোনো পদ্মলোচনা, পদ্মবন হইতে পদ্ম গ্রহণপূর্বক পদ্মানন সেই কুমারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, পদ্মশ্রীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল ॥৩৬॥

কেহ বা অভিনয় সহকারে, যথার্থ মধুর গীত গাহিতে গাহিতে, কটাক্ষের দ্বারা সেই স্থিরচিত্ত কুমারকে যেন উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিল— 'আপনি বঞ্চিত হইলেন' ॥৩৭॥

বিকর্ষিত কার্মুক-সম ভ্রূবিশিষ্টা চারুবদনা, কোনো নারী, অগ্রসর হইয়া, তাঁহার ধীর গম্ভীর গতিবিধির অনুকরণ করিতে লাগিল ॥৩৮॥

পীন ও মনোজ্ঞ স্তনবতী, উচ্চহাস্যহেতু ঘূর্ণিতকুণ্ডলা কোনো নারী, 'এবার সেরে ফেলুন' এই বলিয়া তাঁহাকে পরিহাস করিল ॥৩৯॥

তিনি গমনোদ্যত হইলে, কেহ বা তাঁহাকে মাল্যদামের দ্বারা বন্ধন করিল ; কেহ বা তিরস্কার-ব্যঞ্জক মধুর বচনাঙ্কুশের দ্বারা তাঁহাকে সংযত করিল ॥৪০॥

কোনো তর্ক-ইচ্ছুক রমণী চূতবল্লরী গ্রহণপূর্বক মদমত্তা হইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—'এই পুষ্প কাহার।' ॥৪১॥

কোনো নারী পুরুষের গতিভঙ্গি অনুকরণ করিয়া তাঁহাকে বলিল—'আপনি স্ত্রীগণ কর্তৃক জিত হইয়াছেন—এখন এই পৃথিবী জয় করুন।' ॥৪২॥

কোনো চঞ্চলনয়না নীলোৎপল ঘ্রাণ করিতে করিতে মত্ততাহেতু কিঞ্চিৎ জড়িতস্বরে কুমারকে বলিল ॥৪৩॥

"হে নাথ, মধুগন্ধি কুসুমাচ্ছন্ন এই চূতলতা দর্শন করুন; ইহার মধ্যে কোকিল যেন হেমপিঞ্জর বদ্ধ হইয়া কূজন করিতেছে ॥৪৪॥

"কামীব্যক্তির শোক বৃদ্ধিকর এই অশোক দর্শন করুন। যেন অগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইয়া ভ্রমরগণ ইহাতে গুঞ্জন করিতেছে ॥৪৫॥

"পীত অঙ্গরাগ-রঞ্জিতা স্ত্রী-পরিষক্ত শুক্লবসন পুরুষের ন্যায়, চূতলতা-সমাশ্লিষ্ট তিলকতরু দর্শন করুন ॥৪৬॥

"অলক্তকপ্রভাবিস্ফুরণকারী এই প্রস্ফুটিত কুরুবক দর্শন করুন। রমণীগণের নখপ্রভা কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই এ যেন আনত হইয়াছে ॥৪৭॥

"আমাদের (রক্তাভ) করপ্রভা যাহাকে লজ্জিত করিয়াছে, সেই পল্লবাবৃত নবীন অশোকবৃক্ষ দর্শন করুন ॥৪৮॥

"শুভ্রবস্ত্রাবৃতা, শয়ানা প্রমদার ন্যায়, তীরজ সিন্ধুবার-পুষ্পাবৃতা এই দীর্ঘিকা দর্শন করুন ॥৪৯॥

"স্ত্রীগণের কী মাহাত্ম্য দর্শন করুন। জলে এই চক্রবাক্ ভৃত্যের ন্যায় ভার্যার পশ্চাদ্ অনুসরণ করিতেছে ॥৫০॥

"মত্ত পরপুষ্ট পিকের কূজনধ্বনি শ্রবণ করুন। অন্য এক পিক ইহার কূজন শুনিয়া প্রতিধ্বনির ন্যায় প্রতিকূজন করিতেছে ॥৫১॥

"বসন্তের দ্বারা আহরিত মত্ততা বিহঙ্গদের জন্যই। যাহা চিন্তার অতীত, তাহাই যে চিন্তা করিতেছে— সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির জন্য নহে" ॥৫২॥

এইরূপে কামোন্মত্তচিত্ত যুবতীগণ কুমারকে নানাভাবে আক্রমণ করিল ॥৫৩॥

তাদৃশ প্রলোভিত হইয়াও ধৈর্যাবৃতেন্দ্রিয় সেই কুমার, 'সকলকেই মরিতে হইবে' এই উদ্বেগে, হর্ষ বা ব্যথা অনুভব করিলেন না ॥৫৪॥

তত্ত্বে তাহাদের অনবস্থিতি দেখিয়া পুরুষোত্তম, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে, ধীরচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

"জরা যাহাকে ধ্বংস করিবে, সেই রূপে, এই নারীগণ মত্ত হইয়াছে। হায়, ইহারা কি জানে না, যে যৌবন চপল ও চঞ্চল ॥৫৬॥

"নিশ্চয়ই ইহারা কাহাকেও রোগে অভিভূত হইতে দেখে নাই ; সেইজন্যই ভয় ত্যাগ করিয়া, স্বভাবত ব্যাধিপরিপূর্ণ এই জগতে আনন্দ করিতেছে ॥৫৭॥

"ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে এই স্ত্রীলোকগণ

সর্বাপহারী মৃত্যু-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সেইজন্যই নিরুদ্বেগে, সুস্থচিত্তে ইহারা ক্রীড়া ও হাস্য করিতেছে ॥৫৮॥

"জরা মৃত্যু ও ব্যাধিকে জানিয়া কোন্ সচেতন ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে পারে বা নিদ্রা যাইতে পারে। হাসি তো দূরের কথা। ॥৫৯॥

"যে পরকে জরাজীর্ণ, ব্যাধিপীড়িত বা মৃত দেখিয়া উদ্বিগ্ন না হইয়া সুস্থ থাকিতে পারে, সে সত্যই চেতনাশূন্য ॥৬০॥

"কোনো বৃক্ষ পুষ্পহীন বা ফলহীন হইলে, বা ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে, অন্য বৃক্ষ অনুশোচনা করে না" ॥৬১॥

বিষয়ে গতস্পৃহ তাঁহাকে ধ্যানপরায়ণ দেখিয়া, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ উদায়ী সৌহার্দহেতু তাঁহাকে বলিলেন ॥৬২॥

"নৃপতি আমাকে তোমার উপযুক্ত বন্ধু বলিয়া স্থির করিয়াছেন বলিয়া সেই প্রণয়বশত তোমাকে আমার কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে ॥৬৩॥

"যাহা অহিতকর, তাহা হইতে নিবারণ করা, এবং যাহা হিতকর, তাহাতে নিয়োগ করা, ও বিপদ উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ না করা,—এই তিনটি হইল মিত্রের লক্ষণ ॥৬৪॥

"মৈত্রীতে প্রতিশ্রুত হইয়া, আমি যদি পুরুষার্থ হইতে পরাঙ্মুখ তোমাকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে আমার মধ্যে মিত্রের গুণ আর থাকিবে না ॥৬৫॥

"তোমার সুহৃদ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি, রমণীগণের

প্রতি ঈদৃশ অদাক্ষিণ্য তোমার মতো তরুণ ও সুন্দর পুরুষের যোগ্য নহে ॥৬৬॥

"নম্রতা ও আনুগত্যই নারীগণের হৃদয়কে বন্ধন করিতে পারে। এই সব সদ্‌গুণই স্নেহের কারণ। সখা, নারীগণ মানই কামনা করে ॥৬৭॥

"কপটতার দ্বারাও নারীদের আকাঙ্ক্ষার অনুকূল আচরণ করা উচিত। তাহারা যাহাতে লজ্জা না পায় এবং নিজের সন্তোষ ও তৃপ্তির জন্যও ইহা কর্তব্য ॥৬৮॥

"হে বিশালাক্ষ, হৃদয় পরাঙ্মুখ হইলেও অনুরূপ দাক্ষিণ্যের দ্বারা নারীর অনুবর্তন করা তোমার কর্তব্য ॥৬৯॥

"দাক্ষিণ্যই নারীগণের ঔষধ, দাক্ষিণ্যই তাহাদের পরমভূষণ। দাক্ষিণ্য বিনা রূপ, পুষ্পহীন কাননের ন্যায় ॥৭০॥

"কেবল দাক্ষিণ্যমাত্রই বা কেন। সমস্ত অন্তরের আগ্রহের সহিত তুমি ইহা গ্রহণ করো। দুর্লভ ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া তাহা অবজ্ঞা করা তোমার উচিত নহে ॥৭১॥

"পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত কামোপভোগকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া, গৌতমপত্নী অহল্যাকে কামনা করিয়াছিলেন ॥৭২॥

"শ্রুতিতে আছে, অগস্ত্যমুনি সোমভার্যা রোহিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রার্থনাহেতু রোহিণীসদৃশা লোপা-মুদ্রাকে লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৩॥

"মহাতপা বৃহস্পতি উতথ্যের ভার্যা মরুৎকন্যা মমতাতে ভরদ্বাজকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥৭৪॥

"বৃহস্পতির ভার্যা যখন হোম করিতেছিলেন, তখন হোম-কারিগণের শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা, তাঁহাতে বিবুধধর্মী (দেবসদৃশ) বুধকে জন্মদান করিয়াছিলেন ॥৭৫॥

"পুরাকালে জাতরাগ পরাশর মৎসকন্যা কালীকে যমুনাতীরে সম্ভোগ করিয়াছিলেন ॥৭৬॥

"বশিষ্ঠমুনি কামবশত নিন্দনীয়া চণ্ডালকন্যা অক্ষমালাতে পুত্র কপিঞ্জলাদকে জন্মদান করিয়াছিলেন ॥৭৭॥

"বয়স উত্তীর্ণ হইলেও রাজর্ষি যযাতি, বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত চৈত্ররথ বনে রমণ করিয়াছিলেন ॥৭৮॥

"স্ত্রীসংসর্গ করিলে তাঁহার বিনাশ হইবে, ইহা জানিয়াও কুরুবংশীয় পাণ্ডু, মাদ্রীর রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া রতিসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥৭৯॥

"ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করিয়া করালজনক ভ্রষ্ট হইলেন, তথাপি কাম পরিত্যাগ করিলেন না ॥৮০॥

"পুরাকালের মহাত্মাগণ কামবশত গর্হিত ভোগ্যও ভোগ করিয়াছিলেন। গুণসম্পন্ন ভোগ্যের তো কথাই নাই ॥৮১॥

"বলবান রূপবান যুবা হইয়াও সমস্ত জগৎ যাহাতে আসক্ত, সেই ভোগ্য বিষয় ন্যায়ত প্রাপ্ত হইয়াও তুমি অবহেলা করিতেছ" ॥৮২॥

তাঁহার শ্রুতি-ইতিহাস-সমন্বিত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘগর্জন সদৃশ গুরুগম্ভীর স্বরে কুমার উত্তর করিলেন ॥৮৩॥

"সৌহার্দব্যঞ্জক এই বাক্য তোমার উপযুক্তই হইয়াছে।

এখন যে-বিষয়ে তুমি আমাকে দোষী জ্ঞান করিতেছ, সে বিষয়ের আমি মীমাংসা করিতেছি ।।৮৪।।

"আমি যে বিষয়কে অবজ্ঞা বা অবহেলা করিতেছি তাহা নহে, আমি ইহাও জানি যে জগৎ বিষয়াসক্ত। কিন্তু জগৎ অনিত্য জানিয়া বিষয়ে আমার মন বসিতেছে না ।।৮৫।।

"জরা ব্যাধি ও মৃত্যু, এই তিন বস্তু যদি না থাকিত তাহা হইলে আমারও মনোজ্ঞ বিষয়ে আসক্তি হইত ।।৮৬।।

"স্ত্রীলোকের রূপলাবণ্য যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে শতদোষ থাকিলেও চিত্ত আমার তাহাতে নিশ্চয়ই আসক্ত হইত ।।৮৭।।

"কিন্তু ইহাদের এই রূপ যখন জরাগ্রস্ত হইয়া ইহাদের নিজেদেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিবে—তখন সেই রূপের প্রতি আসক্তি, একমাত্র মোহবশতই হইতে পারে ।।৮৮।।

"মৃত্যু-ব্যাধি-জরাধর্মী যে ব্যক্তি মৃত্যুব্যাধিজরাত্মকগণের সহিত অনুদ্বিগ্নচিত্তে অভিরমণ করে, সে পশুপক্ষীরই অনুরূপ ।।৮৯।।

"তুমি যে বলিলে মহাত্মাগণও কামাত্মা ছিলেন— ইহাতে দুঃখ করা উচিত, কেননা (তোমার) সেই মহাত্মাগণও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।।৯০।।

"সাধারণ অন্য সকলের ন্যায় যাঁহার ধ্বংস আছে, বিষয়াসক্তি আছে, সাধারণ অন্য সকলেরই ন্যায় যাঁহার আত্মসংযম লাভ হয় নাই— তাঁহার মধ্যে মাহাত্ম্য আছে বলিয়া আমি মনে করি না ।।৯১।।

"তুমি বলিলে, ছলপূর্বকও স্ত্রীগণের সহিত মিলিত হওয়া উচিত, কিন্তু আমি দাক্ষিণ্যহেতুও (দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের জন্যও) কোনরূপ ছলনা করিতে জানি না ॥৯২॥

"যাহাতে সারল্য নাই, সেইরূপ আনুগত্যে আমার রুচি হয় না। সমস্ত অন্তরের সহিত যদি সম্পর্ক না হয়, তাহা হইলে সেই সম্পর্ককে ধিক্ ॥৯৩॥

"মিথ্যা ছলনাকেও যে বিশ্বাস করে, (নিজের প্রতি) অনুরক্ত ব্যক্তির যে দোষ দেখিতে পায় না, সেই কামাসক্ত (জাতরাগ) জনের চিত্তকে কি বঞ্চনা করা উচিত ॥৯৪॥

"জাতরাগ ব্যক্তিগণ যদি এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করে, তাহা হইলে পুরুষ স্ত্রীলোককে, এবং স্ত্রীলোক পুরুষকে দেখিবার যোগ্য নহে ॥৯৫॥

"অবস্থা যখন এইরূপ, তখন জরা ও মরণভোগী দুঃখার্ত আমাকে, আর্যজনের অযোগ্য বিষয়ভোগে নিয়োগ করা তোমার কর্তব্য নহে ॥৯৬॥

"অহো, ক্ষণভঙ্গুর ভোগ্যবিষয়ে সারদর্শী তোমার চিত্ত সত্যই অত্যন্ত দৃঢ় এবং বলবান্। তীব্র ভয় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, সমস্ত জীবগণকে মরণপথে নিরীক্ষণ করিয়াও, তুমি ভোগে আসক্ত হও ॥৯৭॥

"আমি কিন্তু জরা, বিপদ ও ব্যাধিভয় চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিকল ও ভীত হইয়াছি। এই জগৎ যেন অগ্নির দ্বারা দগ্ধ

হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি শান্তি বা ধৈর্য লাভ করিতে পারিতেছি না। রতি কোথা হইতে হইবে ॥৯৮॥

"মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মে, আমার মনে হয়, তাহার চেতনা নিশ্চয়ই লৌহের ন্যায়। সে এই মহাভয়েও রোদন না করিয়া আনন্দ করে" ॥৯৯॥

অনন্তর কুমার, দৃঢ়সংকল্পযুক্ত, কামাশ্রয়বিনাশী সেই বাক্য সমাপ্ত করিলেন। জনগণের চক্ষু দ্বারা অক্লেশে নিরীক্ষ্যমাণ সূর্যও অস্তগিরিতে গমন করিলেন ॥১০০॥

তখন কলাগুণ ও প্রণয়ের নিষ্ফলতা হেতু, বৃথাই মাল্য-ভূষণ-ভূষিতা সেই কামিনীগণ, মনের মধ্যেই মন্মথকে গোপন করিয়া, ভগ্নমনোরথ হইয়া, নগরে গমন করিল ॥১০১॥

অনন্তর, পুরোদ্যানগত কামিনীজনশোভা সন্ধ্যাকালে পুনরায় প্রত্যাহৃত হেরিয়া, সমস্ত বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা করিতে করিতে, রাজকুমার গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১০২॥

রাজা, পুত্রের বিষয়বিমুখতার কথা শ্রবণ করিয়া, তীরবিদ্ধ গজের ন্যায়, সেই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। তাহার পর তিনি মন্ত্রিগণসহ নানাবিধ উপায়ের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া, বিষয়ভোগভিন্ন পুত্রের মতিগতি সংযত করিবার অন্য কোনো উপায়ই দেখিতে পাইলেন না ॥১০৩॥

পঞ্চম সর্গ

পরমমূল্যবান ভোগ্যবস্তুর দ্বারা প্রলোভিত হইয়া শাক্যরাজপুত্র বিষাক্ত শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায়, হৃদয়ে সুখ বা সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না ॥১॥

তিনি বিচিত্র বাক্যালাপপটু, যোগ্য বন্ধু মন্ত্রিপুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, শান্তিলাভের জন্য ও বনভূমিদর্শনকামনায় নরেন্দ্রের অনুমতিক্রমে বহির্গমন করিলেন ॥২॥

নবহিরণ্ময় খলীন (লাগামের অংশবিশেষ) ও কিঙ্কিণীযুক্ত কম্পমান চামরশোভিত, স্বর্ণালংকারভূষিত কন্থক নামক উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া, তিনি ধ্বজোপরি কর্ণিকার পুষ্পের ন্যায় (শোভমান হইয়া) গমন করিলেন ॥৩॥

ভূমির সৌন্দর্য ও বনশোভা দর্শন কামনায়, তিনি বনান্ত-ভূমিতে গমন করিয়া, সলিলতরঙ্গের ন্যায় সীর (লাঙ্গল) মার্গের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত, এক কৃষ্যমাণ ভূমিখণ্ড দেখিতে পাইলেন ॥৪॥

হলের দ্বারা ছিন্নভিন্ন, শষ্প ও দর্ভের দ্বারা আকীর্ণ, ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি মৃত জীব সমাচ্ছন্ন, সেই ভূমি খণ্ড দেখিয়া, স্বজনবধে লোকে যেরূপ শোক করে, তিনিও সেইরূপ অতিশয় শোক করিতে লাগিলেন ॥৫॥

বায়ু, রৌদ্র ও ধূলির দ্বারা বিকৃতবর্ণ কৃষকগণকে, এবং বহনশ্রমে বিবশ বৃষদিগকে দেখিয়া, আর্যশ্রেষ্ঠ সেই কুমার অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইলেন ॥৬॥

অনন্তর তিনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া, তুরঙ্গপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ-পূর্বক, ভূমিতে ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে, জগতের জন্মমৃত্যুর চিন্তায় কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন :—"ইহা সত্যই শোচনীয়" ॥৭॥

মনে মনে নির্জনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অনুগমনকারী সুহৃদ্‌গণকে নিবারণপূর্বক, বিজনে, চতুর্দিকে চঞ্চল ও রমণীয় পল্লবের দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এক জম্বুবৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত হইলেন ॥৮॥

তিনি বৈদূর্যমণির ন্যায় শ্যামলতৃণান্বিত, পরিষ্কার, সেই ভূমিতলে উপবেশনপূর্বক, জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, চিত্তের স্থিতিমার্গ অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

সদ্য চিত্তস্থিতি[১] (মনের স্থিরতা) লাভ করিয়া, বিষয়াকাঙ্ক্ষাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া, তিনি শান্ত, সবিতর্ক, সবিচার, অনাস্রব প্রথম ধ্যান[২] প্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥

১। বৌদ্ধশাস্ত্রে "চিত্তস্থিতি" নামক একপ্রকার সমাধির উল্লেখ আছে।

২। অনাস্রব = আস্রবহীন। আস্রব — ১। কাম ২। ভব (পুনর্জন্মাকাঙ্ক্ষা) ৩। দৃষ্টি (মিথ্যাবুদ্ধি) ৪। অবিদ্যা।

প্রথম ধ্যান—বৌদ্ধশাস্ত্রে নয় প্রকার ধ্যানের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে চারিটি (যথা, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) রূপধ্যান। চারিটি অরূপধ্যান। নবমটি হইতেছে ধ্যানের সর্বশেষ অবস্থা, যখন সর্বপ্রকার চেতনা ও অনুভূতি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়। ধ্যানের এই অবস্থায়, মৃতদেহের সহিত ধ্যানীর দেহের প্রায় কোনো প্রভেদই থাকে না। মৃতের সহিত এই ধ্যানপ্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে দেহ তাঁহার উষ্ণ থাকে প্রাণ বহির্গত হয় না এবং ইন্দ্রিয়গণ নষ্ট হয় না।

অনন্তর, তিনি বিবেকজ, পরমপ্রীতিসুখকর চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হইয়া, জগতের গতি হৃদয়ে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, এইরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥১১॥

"ব্যাধি, জরা ও বিনাশধর্মী মদান্ধ পরম অজ্ঞ পুরুষগণ, স্বয়ং অসহায় হইয়াও যে জরাগ্রস্ত, আতুর এবং মৃতকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে, ইহা সত্যই শোচনীয় ॥১২॥

"আমি স্বয়ং এইরূপ হইয়া যদি আমার ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন অন্যকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করি, পরমধর্মদর্শী আমার তাহা অনুরূপও হইবে না এবং উপযুক্তও হইবে না" ॥১৩॥

জগতের ব্যাধি, জরা, বিপত্তি এই দোষসমূহ সম্যক্ দর্শন করিয়া, তাঁহার নিজের বল, যৌবন ও জীবন হইতে উৎপন্ন অহংকারমদ ক্ষণেকের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল ॥ ৪॥

তিনি হর্ষও অনুভব করিলেন না। অনুতাপও করিলেন না। তাঁহার সংশয়ও রহিল না, তন্দ্রা বা নিদ্রাও রহিল না। কামে তিনি আসক্ত হইলেন না। এবং কাহারও প্রতি দ্বেষ, অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রকাশ করিলেন না ॥১৫॥

সেই মহাত্মার মধ্যে এইরূপ বিশুদ্ধ, নির্মল বুদ্ধি বর্ধিত হইল। তখন অন্য সকলের অদৃশ্য, ভিক্ষুবেশী এক পুরুষ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥১৬॥

রাজপুত্র তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন ; "আপনি কে।" তিনি বলিলেন ; "হে নরপুঙ্গব, আমি জন্মমৃত্যুভীত শ্রমণ। মোক্ষনিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি ॥১৭॥

"আমি আত্মীয় অনাত্মীয়ে সমবুদ্ধি, কামাসক্তিদোষ হইতে নিবৃত্ত, এই ক্ষয়ধর্মক জগতে মোক্ষলাভের আশায়, সেই অক্ষয় মঙ্গলপদের অনুসন্ধান করিতেছি ॥১৮॥

"কখনো বৃক্ষমূলে, কখনো কোনো বিজনস্থানে, কখনো পর্বতে, কখনো বা অরণ্যে বাস করিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ সঙ্গিহীন আমি, যথাগত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, পরমার্থের নিমিত্ত বিচরণ করিয়া থাকি" ॥১৯॥

এই বলিয়া রাজপুত্রের দৃষ্টিগোচরেই তিনি আকাশে উত্থিত হইলেন। সেই (শ্রমণ-) আকৃতিধারী পুরুষ ছিলেন অপরের মনোভাববেত্তা এক দেবতা। রাজকুমারের স্মৃতি জাগ্রত করিবার জন্য তিনি সমাগত হইয়াছিলেন ॥২০॥

তিনি বিহঙ্গের ন্যায় গগনে উত্থিত হইলে, সেই পুরুষোত্তম আনন্দিত এবং বিস্মিত হইলেন। তিনি তখন তাঁহার নিকট হইতে ধর্মসংজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া, গৃহত্যাগের (প্রব্রজ্যার) সংকল্প করিলেন ॥২১॥

অনন্তর ইন্দ্রপ্রতিম এবং জিতেন্দ্রিয় কুমার, পুরপ্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হইয়া, সেই উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি তাঁহার (অনুসরণকারী) অনুচরবর্গের বিষয় চিন্তা করিয়া, সেখান হইতেই (সোজা) নিজ আকাঙ্ক্ষিত (তপস্যার্থে) অরণ্যে গমন করিলেন না ॥২২॥

জরামরণের ধ্বংসাকাঙ্ক্ষী সেই রাজকুমার, একাগ্রচিত্তে বনবাস সংকল্প স্থির করিয়া, বনভূমি হইতে গজরাজ যেমন

মণ্ডলে (খেদাতে) প্রবেশ করে, সেইরূপ নিজের অনিচ্ছায় পুনর্বার নগরে প্রবেশ করিলেন ॥২৩॥

তাঁহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রবেশপথে রাজকন্যা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ; "হে আয়তাক্ষ, যাহার পতি এইরূপ, সেই স্ত্রী অবশ্যই নির্বৃতা (আনন্দিতা—নির্বাণ-প্রাপ্তা)" ॥২৪॥

মহামেঘধ্বনির ন্যায় ধ্বনিবিশিষ্ট কুমার, সেই বাক্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন। 'নির্বৃত' এই শব্দ কর্ণগোচর হইলে তিনি নির্বাণপ্রাপ্তির উপায়ে মন দিলেন॥২৫॥

অনন্তর কাঞ্চনশৈলশৃঙ্গাকৃতি, গজবাহু, মেঘগম্ভীরনির্ঘোষী, ঋষভাক্ষ, অক্ষয়ধর্মরত, চন্দ্রানন, সিংহবিক্রম, রাজেন্দ্রনন্দন গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২৬॥

ত্রিদিবে, দেবসভায়, সনৎকুমার যেরূপ দীপ্ত মঘবানের সমীপে গমন করেন, মৃগরাজগতি কুমার, সেইরূপ মন্ত্রিগণ-পরিবৃত নৃপতির নিকট গমন করিলেন ॥২৭॥

কুমার প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন ; "হে নরদেব, আমার বিচ্ছেদ যখন নির্দিষ্ট— তখন আপনি আমাকে ভালোভাবেই অনুমতি দান করুন ; আমি মোক্ষের জন্য পরিব্রাজক হইতে চাই" ॥২৮॥

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে, রাজা গজাভিহত দ্রুমের ন্যায় কম্পিত হইলেন। তিনি তাঁহার কমলসদৃশ করপুটে কুমারকে গ্রহণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন ॥২৯॥

"তাত, তোমার এ বুদ্ধি ত্যাগ করো। এখন তোমার ধর্মাচরণের সময় নহে। প্রথম বয়সে চিত্ত যখন চঞ্চল থাকে, তখন ধর্মাচরণ বহু দোষের আকর বলিয়া কথিত আছে ॥৩০॥

"ইন্দ্রিয় যাহার ভোগে উৎসুক, ব্রতক্লেশ সহ্য করিবার সংকল্প যাহার দৃঢ় নহে, বিশেষত শুভাশুভ বিচার বিষয়ে যে অনভিজ্ঞ, সেই তরুণ পুরুষের চিত্ত, অরণ্য হইতে (সহজেই) প্রতিনিবৃত্ত হয় ॥৩১॥

"নিজ লক্ষ্যভূত তোমাতে লক্ষ্মী স্থাপনপূর্বক আমার ধর্মাচরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে দৃঢ়পরাক্রম (তুমি ক্ষত্রিয়), পরাক্রমের দ্বারাই তোমার ধর্ম লাভ হইবে। পরন্তু পিতাকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার অধর্মই হইবে ॥৩২॥

"তোমার এই অভিপ্রায় ত্যাগ করো। তুমি গৃহস্থধর্মে রত হও। যৌবনের সুখসম্ভোগের পর, পুরুষের নিকট তপোবন-প্রবেশ রমণীয় হয়" ॥৩৩॥

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার কলবিঙ্কের ন্যায় মধুর স্বরে উত্তর করিলেন; "হে রাজন, আপনি যদি এই চারিটি বিষয়ে আমার প্রতিভূ হন, তাহা হইলে আমি তপোবনে আশ্রয় লইব না ॥৩৪॥

"জীবন আমার মরণান্তক হইবে না। রোগ আমার স্বাস্থ্য-হরণ করিবে না। জরা যৌবনকে আকর্ষণ করিবে না। বিপত্তি আমার সম্পত্তি হরণ করিবে না" ॥৩৫॥

সেই দুর্লভ বিষয়ের কথা শ্রবণ করিয়া, শাক্যরাজ

কহিলেন ; "এই অতি কল্পনাময়ী মতি পরিত্যাগ করো। মনের গতি এইরূপ অসম্ভব হইলে সকলের পরিহাস্য হইতে হয়" ॥৩৬॥

অনন্তর, মেরুপর্বতের ন্যায় দৃঢ় কুমার, পিতাকে বলিলেন ; "যদি ইহা না হয়, তবে আমাকে নিবৃত্ত করা কর্তব্য নহে ; বহ্নির দ্বারা দহ্যমান গৃহ হইতে, যে নিষ্ক্রান্ত হইতে চায়, তাহাকে নিবারণ করা উচিত নহে ॥৩৭॥

"জগতে বিচ্ছেদ যখন ধ্রুব, তখন ধর্মের জন্য স্বেচ্ছায় বিচ্ছেদ স্বীকার বরণীয়। অকৃতার্থ, অতৃপ্ত থাকিতেই, শক্তিহীন অসহায় আমাকে, মৃত্যু হরণ করিবে" ॥৩৮॥

ভূমিপতি, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী পুত্রের সংকল্প শ্রবণ করিয়া, "সে আর (বাহিরে) যাইবে না", এই বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার জন্য সর্বোত্তম ভোগ্য বস্তুরও ব্যবস্থা করিলেন ॥৩৯॥

সচিবগণ কর্তৃক শাস্ত্রানুসারে, সাদরে, সসম্মানে উপদিষ্ট হইয়া, এবং জনকের অশ্রুপাতের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া, কুমার বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৪০॥

চঞ্চল কুণ্ডল যাহাদের আনন স্পর্শ করিতেছে, ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা যাহাদের পয়োধর কম্পিত হইতেছে, সেই মৃগ-শিশুর ন্যায় চকিতনয়না নারীগণের দ্বারা নিরীক্ষ্যমাণ হইয়া, কাঞ্চনপর্বতের ন্যায় দীপ্যমান, বরাঙ্গনাগণের হৃদয়-উন্মাদকর

কুমার, আপনার বাক্য, স্পর্শ, রূপ ও গুণের দ্বারা, বরাঙ্গনা-গণের শ্রবণ, অঙ্গ, লোচন ও জীবন হরণ করিলেন ॥৪১-৪২॥

অনন্তর সেই দিবস অতিবাহিত হইলে, আত্মপ্রভার দ্বারা তমোনাশাকাঙ্ক্ষী উদয়কালীন সূর্য যেরূপ মেরুপর্বতে আরোহণ করে, সৌন্দর্যের দ্বারা সেইরূপ দীপ্যমান কুমার, স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্ত দীপবৃক্ষবিশিষ্ট প্রাসাদতলস্থ বাসগৃহে আরোহণ করিলেন। এবং অতি উত্তম কৃষ্ণ-অগুরুধূপপূর্ণ, হীরকখণ্ড-খচিত, শ্রেষ্ঠ কাঞ্চনাসনে উপবিষ্ট হইলেন ॥৪৩-৪৪॥

চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র হিমালয়শৃঙ্গে, অপ্সরাগণ যেরূপ কুবের-পুত্রের সেবা করে, রাত্রে, সেইরূপ বরাঙ্গনাগণ, বাদিত্রসহ, ইন্দ্রকল্প নরোত্তম সেই কুমারের সেবার জন্য, সমীপে অপেক্ষা করিতে লাগিল ॥৪৫॥

সেই পরম দিব্য বাদিত্রের ন্যায় বাদিত্রধ্বনিতেও তিনি সন্তোষ বা আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ সেই পুরুষোত্তমের পরমার্থসুখের জন্য অভিনিষ্ক্রমণ ইচ্ছা উপশমিত হয় নাই ॥৪৬॥

অনন্তর তপোবরিষ্ঠ অকনিষ্ঠ[১] দেবগণ তাঁহার অভিপ্রায় জানিয়া, যুগপৎ প্রমদাগণকে নিদ্রাভিভূত করিলেন ও তাহাদের অঙ্গবিক্ষেপ-প্রচেষ্টা বিকৃত করিলেন ॥৪৭॥

কোনো নারী, অঙ্কগত, সুবর্ণপত্রচিত্রিত, প্রিয় বীণাকে

১। রূপলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। শুদ্ধাধিবাস শ্রেণীর মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ।

যেন কুপিত হইয়া পরিত্যাগ করিয়া, চঞ্চল হস্তোপরি কপোল স্থাপনপূর্বক শয়ন করিল ॥৪৮॥

করলগ্নবেণু, স্তনবিস্রস্তশুভ্রবাসপরিহিতা, শয়ানা অন্য এক নারী, ঋজুভ্রমরশ্রেণীসেবিত-সরোজশোভিতা ফেনলগ্ন-তটা, হাস্যময়ী তটিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

কেহ বা দৃঢ়বদ্ধ উজ্জ্বল সুবর্ণ-অঙ্গদের দ্বারা শোভিত নবজাত কমলের অভ্যন্তরের ন্যায় কোমল বাহুর দ্বারা, মৃদঙ্গকে প্রিয়তমের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইল ॥৫০॥

নবকনকভূষিতা, পীতবসনপরিহিতা, অন্য এক নারী, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া, গজভগ্ন কর্ণিকার শাখার ন্যায় নিপতিত হইল ॥৫১॥

গবাক্ষপার্শ্ব অবলম্বনপূর্বক শয়ানা অন্য এক নারী, তাহার গাত্রযষ্টি চাপের ন্যায় নত করিয়া, চারুহার লম্বিত করিয়া, তোরণে রচিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৫২॥

কাহারও বা মণিকুণ্ডলের দ্বারা দষ্ট (মাঝে মাঝে মুছে যাওয়া) পত্রলেখাযুক্ত বিনত মুখকমল, পদ্মবনস্থিত কারণ্ডব পক্ষী কর্তৃক বিমর্দিত অর্ধবক্রনালবিশিষ্ট শতপত্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল ॥৫৩॥

স্তনভারে অবনতাঙ্গী কেহ কেহ যে-ভাবে উপবিষ্ট ছিল সেইভাবেই নিদ্রিত হইয়া, কনকবলয়ভূষিত ভুজপাশের দ্বারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

অন্য এক নারী, সখীর ন্যায় বৃহৎ বীণাকে আলিঙ্গন করিয়া, সুবর্ণসূত্র (তার)-যুক্ত সেই বীণাকে চঞ্চল করিয়া, চঞ্চল কর্ণালংকারের দ্বারা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া, নিদ্রিতা-বস্থায় অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল (এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল) ॥৫৫॥

কোনো রমণী, ভুজাংশ দেশ হইতে স্খলিত, উরুদ্বয়ের মধ্যে পতিত, চারুবন্ধনযুত পণবকে (একপ্রকার বাদিত্র) রতিবিলাস-ক্লান্ত কান্তের ন্যায় গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইল ॥৫৬॥

বিশালাক্ষী ও সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা হইলেও, চক্ষু নিমীলিত করায়, কেহ কেহ সূর্যাস্তকালীন পদ্মকোশসংকুচিত পদ্মঝাড়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥৫৭॥

কেহ বা গজভগ্না নারীপ্রতিমূর্তিসম শয়ানা রহিয়াছে। তাহার আকুল কেশরাশি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ; ভূষণ ও বসনপ্রান্ত জঘন দেশ হইতে স্রস্ত হইয়া গিয়াছে এবং কণ্ঠহার বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥৫৮॥

কোনো তরুণী, ধীর ও রূপগুণসম্পন্না হইলেও, অবশ হইয়া লজ্জাহীনার ন্যায় নাসিকাগর্জন এবং হস্তবিক্ষেপ করিয়া বিকৃত-ভাবে জৃম্ভন করিতে লাগিল ॥৫৯॥

প্রসুপ্তা, সংজ্ঞাহীনা, অন্য এক রমণী, মাল্যভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, বসনগ্রন্থি শিথিল করিয়া, অক্ষিযুগলের শ্বেতাংশ উন্মীলিত করিয়া, নিষ্পন্দনেত্রে, মৃতার ন্যায় শোভাহীন হইল ॥৬০॥

বিবৃতবদনা, পরিপূর্ণযৌবনা, কোনো নারীর মুখ হইতে লালা নিঃসৃত হইতেছিল এবং তাহার গুহ্যাংশসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কোনো শোভাই ছিল না। শরীর বিকৃত করিয়া, মদমত্তার ন্যায় সে শয়ন করিয়াছিল ॥৬১॥

নিজ নিজ প্রকৃতি ও কুলানুরূপ, বিবিধ প্রকারে শয়ন করিয়া, প্রমদাসমূহ পবনের দ্বারা নত ও ভগ্ন কমলরাজি-শোভিত সরোবরসদৃশ রূপ ধারণ করিল ॥৬২॥

চারুসর্বাঙ্গী, মধুরভাষিণী হইলেও অশান্ত-অঙ্গবিক্ষেপযুতা, বিকৃতশয়ানা, সেই যুবতীদিগকে দেখিয়া রাজপুত্র ঘৃণাবোধ করিলেন ॥৬৩॥

"জীবলোকে নারীগণের প্রকৃতি এইরূপ অশুচি ও বিকৃত। বসন ও ভূষণের দ্বারাই বঞ্চিত হইয়া পুরুষ স্ত্রীলোকে অনুরক্ত হয় ॥৬৪॥

"পুরুষ যদি নারীগণের এইরূপ প্রকৃতি, ও এইরূপ নিদ্রা-জনিত বিকৃতি বিবেচনা করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রমাদ বর্ধিত হইবে না। স্ত্রীলোকের গুণকল্পনায় অভিভূত হইয়াই পুরুষ অনুরক্ত হয়" ॥৬৫॥

ইহার পর সুযোগ বুঝিয়া, রাত্রিতে তাঁহার নিষ্ক্রমণের আকাঙ্ক্ষা হইল। দেবগণ তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া ভবনের দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিলেন ॥৬৬॥

শয়ানা সেই যুবতীগণের প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করিয়া, তিনি হর্ম্যপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। এবং তাহার পর নির্বিশঙ্কচিত্তে বহির্গৃহে বিনির্গত হইলেন ॥৬৭॥

তিনি অশ্বানুচর দ্রুতগামী ছন্দককে জাগরিত করিয়া বলিলেন; "কন্থক নামক অশ্বকে দ্রুত আনয়ন করো। অমৃত প্রাপ্তির জন্য এই স্থান হইতে আমার গমনাভিলাষ জাগ্রত হইয়াছে ॥৬৮॥

"আজ হৃদয়ে আমার যে-সন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে, আমার সংকল্প যেরূপ দৃঢ় হইয়াছে, বিজনেও আজ আমি নিজেকে যেরূপ সহায়সম্পন্ন মনে করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই অভীষ্টবস্তু আমার সম্মুখীন হইয়াছে ॥৬৯॥

"লজ্জা ও নম্রতা পরিত্যাগ করিয়া, যুবতীগণ যে-ভাবে আমার সম্মুখে নিদ্রিত হইল, যে-ভাবে কপাট স্বয়ং উন্মুক্ত হইল, তাহাতে নিশ্চয়ই আমার এই নিষ্ক্রমণের সময় আসিয়াছে" ॥৭০॥

রাজ-আজ্ঞার অভিপ্রায় অবগত হইয়াও, চিত্তে পরের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াই যেন সেই অশ্বরক্ষক প্রভুর আজ্ঞা স্বীকার পূর্বক, অশ্ব আনয়নের সংকল্প করিল ॥৭১॥

অনন্তর হেমখলীনের দ্বারা পূর্ণবক্ত্র, লঘু শয্যাস্তরণের দ্বারা আবৃতপৃষ্ঠ, বল, তেজ, বেগ ও ক্ষিপ্রতা সমন্বিত, সেই অশ্বকে সে প্রভুর নিকট আনয়ন করিল ॥৭২॥

সেই অশ্বের পৃষ্ঠাস্থি (ত্রিক), নিতম্ব (পুচ্ছমূল), এবং জঙ্ঘার নিম্নাংশ (পার্ষ্ণি) দীর্ঘ; লোম, পুচ্ছ ও কর্ণ ক্ষুদ্র এবং শান্ত; পৃষ্ঠ, কুক্ষি ও পার্শ্ব কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত এবং প্রোথ (অশ্বের নাসিকাগ্র), ললাট, কটি ও বক্ষ প্রশস্ত ছিল ॥৭৩॥

বিশালবক্ষ কুমার তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কমলপ্রতিম হস্তের দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া, সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ কামী সৈনিকের ন্যায় মধুর বাক্যে তাহাকে আজ্ঞা করিলেন ॥৭৪॥

"তোমাতে আরোহণ করিয়া নরপতি বহুবার শত্রুগণকে সমরে নিরস্ত করিয়াছেন। হে তুরগশ্রেষ্ঠ, যাহাতে আমিও অমৃতপদ লাভ করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করো ॥৭৫॥

"সংগ্রামে, ভোগসুখে, বা ধনার্জনে সহায় অতিশয় সুলভ। ধর্মসংশ্রয়ে বা আপদে পতিত পুরুষের সহায় অত্যন্ত দুর্লভ ॥৭৬॥

"আমি অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি—যাহারা ইহ-লোকে কলুষকর্মে বা ধর্মসংশ্রয়ে সহায় হয়, তাহারা নিশ্চয়ই তাহার অংশ ভোগ করে ॥৭৭॥

"এখান হইতে আমার এই ধর্মযুক্ত নিষ্ক্রমণ জগতের হিতের জন্য ; ইহা অবগত হইয়া, হে তুরগোত্তম, নিজের ও জগতের হিতের জন্য, বেগ ও বিক্রমের সহিত প্রস্থান করো" ॥৭৮॥

বনগমনাকাঙ্ক্ষী, অগ্নিসম দ্যুতিমান, উন্নতদেহ সেই নরোত্তম, লোকে সুহৃদকে যেরূপ কর্তব্যকর্মে অনুশাসন করে, সেইরূপ সেই শুভ্র তুরগশ্রেষ্ঠকে অনুশাসন করিয়া, সূর্য যেরূপ শারদ মেঘমালায় আরোহণ করে, সেইরূপ তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥৭৯॥

অনন্তর নিশীথকালে প্রচণ্ড শব্দকর ও পরিজনবোধকর ধ্বনি পরিহার করিয়া, হনুরব ও হ্রেষাধ্বনিশূন্য সেই সদশ্ব ভয়বিমুক্ত পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল ॥৮০॥

নতদেহ যক্ষগণ কনকবলয়ভূষিতপ্রকোষ্ঠ, কমলপ্রতিম করাগ্রের দ্বারা যেন (সেই অশ্বের) চরণতলে কমল বর্ষণ করত, সেই অশ্বের খুর (মাটি হইতে ঊর্ধ্বে) ধারণ করিয়া, চকিত গতিতে চলিতে লাগিল ॥৮১॥

কুমারের গমনকালে গুরুপরিঘকপাট-সংবৃত যে-পুরদ্বার-সমূহ, দ্বিরদেরাও সহজে অবারিত করিতে পারিত না, তাহা স্বয়ং নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইয়া গেল ॥৮২॥

অবিচলিতসংকল্প সেই কুমার, স্নেহাসক্ত পিতা, বালকপুত্র, অনুরক্ত প্রজাবর্গ, ও অনুত্তমা লক্ষ্মী, নিরাকাঙ্ক্ষভাবে পরিত্যাগ করিয়া, পিতৃনগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥৮৩॥

অনন্তর বিকচপঙ্কজসম বিশালাক্ষ কুমার সেই নগর অব-লোকন করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, "জন্মমৃত্যুর পরপার না দেখিয়া, আর এই কপিল নামধারী নগরে প্রবেশ করিব না" ॥৮৪॥

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনপতি কুবেরের পারিষদবর্গ আনন্দ করিতে লাগিলেন; এবং প্রমুদিতমনা দেবগণ তাঁহার অভিপ্রায়-সিদ্ধি কামনা করিলেন ॥৮৫॥

বহ্নিসম দীপ্তদেহধারী অন্য দিবৌকসগণ তাঁহার অভিপ্রায়

অতিশয় দুষ্কর জানিয়া, সেই হিমাবৃত পথে, মেঘবিবর হইতে নিঃসৃত চন্দ্রকিরণ সম আলোকরাশি প্রকটিত করিলেন ॥৮৬॥

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ সেই অশ্ব, চিত্তে যেন অনুপ্রেরণা-লাভ করিয়া ধাবিত হইল। অন্তরীক্ষে যখন অরুণরাগ দেখা দিল, এবং তারকাগণ যখন সেই অরুণরাগে রঞ্জিত হইতে লাগিল, তখন কুমার বহুযোজন পথ অতিক্রম করিয়াছেন ॥৮৭॥

ষষ্ঠ স্বর্গ

পরমুহূর্তে, জগজ্জনের নয়নসদৃশ সূর্য উদিত হইলে, সেই নরোত্তম, ভার্গব মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন ॥১॥

তথায় পরম বিশ্বাসের সহিত সুপ্ত মৃগযূথ, ও শান্তিতে অবস্থিত বিহঙ্গকুল দেখিয়া তাঁহারও বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইল। এবং নিজেকে তিনি কৃতার্থ মনে করিলেন ॥২॥

ঔদ্ধত্য পরিহার নিমিত্ত, তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধাহেতু, এবং নিজ (স্বাভাবিক) বিনয়বশত, তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন ॥৩॥

অবতীর্ণ হইয়া, অশ্ব স্পর্শ করত, "নিস্তার পাইলাম" এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক, প্রীতিবশত নেত্রের দ্বারা স্নান করাইয়াই যেন তিনি ছন্দককে বলিলেন ॥৪॥

"হে সৌম্য, সুপর্ণের ন্যায় দ্রুতগতি এই তুরঙ্গমকে অনুগমন করিয়া, তুমি আমার প্রতি ভক্তি ও আপনার বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ ॥৫॥

"অন্য কার্যে সম্পূর্ণ মগ্ন হইলেও, তোমার এইরূপ প্রভু-প্রীতি এবং সামর্থ্য, আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে ॥৬॥

"অনেকের স্নেহ নাই, কিন্তু সামর্থ্য আছে,অনেকের সামর্থ্য নাই, কিন্তু স্নেহ ভক্তি আছে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্নেহভক্তিমান এবং সমর্থ পুরুষ, পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্লভ ॥৭॥

"তোমার এই মহান কর্মে আমি প্রীত হইয়াছি। আমার

প্রতি তোমার এই প্রীতি একান্তই নিষ্কাম। ঐশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তির অভিমুখী কে না হয়। কিন্তু ঐশ্বর্যবিরহিত ব্যক্তির স্বজনও পর হইয়া যায় ॥৮-৯॥

"পিতা পুত্রকে কুলার্থে (নিজ বংশরক্ষার জন্য) পালন করেন। পুত্র পিতাকে নিজ ভরণপোষণের জন্য সেবা করে। জগৎ আশার বশেই স্নেহ প্রকাশ করে। পৃথিবীতে অকারণ আত্মীয়তা কোথাও নাই ॥১০॥

"অধিক কী কহিব। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় কার্য করিয়াছ। আমি অভিলষিত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি অশ্ব লইয়া প্রত্যাবর্তন করো" ॥১১॥

এই বলিয়া সেই মহাবাহু, ভূষণ সমূহ মোচন করিয়া, উপকার-আকাঙ্ক্ষায়, সন্তপ্তচিত্ত ছন্দককে তাহা প্রদান করিলেন ॥১২॥

মুকুট হইতে দীপের ন্যায় উজ্জ্বল মণি গ্রহণপূর্বক, সূর্যসহ মন্দার পর্বতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া বলিলেন ॥১৩॥

"হে ছন্দক, এই মণিসহ নৃপতিকে বার বার প্রণাম করিয়া, তাঁহার সন্তাপনিবৃত্তির জন্য, তুমি পরম বিশ্বাসের সহিত ইহা জ্ঞাপন করিবে— আমি জরামরণ নাশের জন্যই তপোবনে প্রবেশ করিয়াছি। স্বর্গলাভের তৃষ্ণায়, স্নেহের অভাবে, বা ক্রোধবশত নহে ॥১৪-১৫॥

"আমি অভিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া, আমার জন্য শোক করা উচিত নহে। মিলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও তাহা এক সময়ে ছিন্ন হয়ই হয় ॥১৬॥

"বিচ্ছেদ ধ্রুব বলিয়াই, আমার মোক্ষে মতি হইয়াছে। আর যাহাতে স্বজন বিচ্ছেদ না হয় ॥১৭॥

"আমি শোক দূর করিবার জন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। আমার জন্য শোক করা উচিত নহে। শোকের মূল—বিষয়ভোগে আসক্ত অনুরাগী ব্যক্তির জন্যই শোক করা উচিত ॥১৮॥

"আমাদের পূর্বপুরুষগণের ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। তাঁহাদের উত্তরাধিকারমার্গাবলম্বী আমার জন্য শোক করা উচিত নহে ॥১৯॥

"মানুষের মৃত্যুতে, তাহার অর্থের উত্তরাধিকারী বহু পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে ধর্মের উত্তরাধিকারী অত্যন্ত দুর্লভ, হয়তো বা একেবারেই নাই ॥২০॥

যদি বল, 'ইনি অসময়ে বনে গমন করিতেছেন' তাহার উত্তর এই যে—'এই চঞ্চলজীবনে ধর্মের অসময় নাই' ॥২১॥

"অতএব, 'অদ্যই আমার পরম কল্যাণ অর্জন করিতে হইবে', এইরূপই আমার সিদ্ধান্ত। মৃত্যু যখন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান, তখন জীবনে আস্থা কোথায় ॥২২॥

"হে সৌম্য, তুমি বসুধাধিপকে এই সমস্ত কথা জানাইবে। তিনি যাহাতে আমাকে স্মরণ না করেন তাহার চেষ্টা করিবে ॥২৩॥

"তুমি বরং নৃপতিকে আমার গুণহীনতার বিষয় বলিবে। গুণহীনতাহেতু স্নেহ চলিয়া যায়, এবং স্নেহ চলিয়া গেলে, শোকও থাকে না" ॥২৪॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সন্তাপক্লিষ্ট ছন্দক, কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল ॥২৫॥

"প্রভু, বান্ধবগণের ক্লেশকর আপনার এই মনোভাবে, নদীপঙ্কে পতিত হস্তীর ন্যায়, আমার চিত্ত অবসন্ন হইতেছে ॥২৬॥

"আপনার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, হায়, কাহার চক্ষু শুষ্ক থাকিবে। যাহার হৃদয় লৌহের ন্যায়, তাহারও অশ্রু নির্গত হইবে। যাহার স্নেহকাতর হৃদয় তাহার তো কথাই নাই ॥২৭॥

"রাজপ্রাসাদে শয়নার্হ এই সুকুমার দেহ কি তীক্ষ্ণদর্ভাঙ্কুর-সংকুল তপোবনভূমিতে শয়ন করিতে পারে ॥২৮॥

"আপনার অভিপ্রায় শুনিয়াও, এই যে আমি অশ্ব লইয়া আসিয়াছি. ইহা স্বেচ্ছায় নহে, প্রভু, দৈব আমায় বলপূর্বক ইহা করাইয়াছে ॥২৯॥

"হায়, আমি যদি আমার বশে থাকিতাম, তবে কি সমস্ত কপিলবস্তুর শোকস্বরূপ এই অশ্বকে আনিতে পারিতাম ॥৩০॥

"হে মহাবাহো, সদ্ধর্মত্যাগী নাস্তিকের ন্যায়, পুত্রলোভাতুর স্নেহশীল বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে ॥৩১॥

"কৃতঘ্ন যেরূপ সৎক্রিয়া বিস্মৃত হয়, হে দেব, সংবর্ধন-পরিশ্রান্তা, দ্বিতীয়া জননীকে, তেমনি ভাবে বিস্মৃত হওয়া আপনার উচিত নহে ॥৩২

"ক্লীব যেমন লব্ধ লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করে, শিশুপুত্রের

জননী, গুণবতী, কুলোত্তমা, পতিব্রতা দেবীকে, আপনার তেমনি ভাবে পরিত্যাগ করা উচিত নহে ॥৩৩॥

"যশস্বী ও ধার্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া, ব্যসনী যেরূপ তাহার উৎকৃষ্ট যশোরাশি ত্যাগ করে, সেইরূপ যশোধরার গর্ভজাত শ্লাঘ্য শিশুপুত্রকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নহে ॥৩৪॥

"প্রভু, বন্ধু ও রাজ্যত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেও আপনার আমাকে ত্যাগ করা উচিত নহে। আপনার চরণযুগলই আমার একমাত্র গতি ॥৩৫॥

"রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে সুমন্ত্র যেরূপ অসমর্থ হইয়াছিলেন, আপনাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া, দহ্যমান চিত্তে নগরে যাইতে আমিও সেইরূপ অসমর্থ ॥৩৬॥

"আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে গমন করিলে, রাজা আমাকে কী বলিবেন। আমি আমার কর্তব্য দেখাইতে অন্তঃপুরেই বা কী বলিব ॥৩৭॥

"আপনি বলিলেন 'নরপতিকে আমার গুণহীনতার কথা বলিবে'। কিন্তু নির্দোষ মুনিসদৃশ আপনার সম্বন্ধে আমি কি মিথ্যা বলিব ॥৩৮॥

"সলজ্জ হৃদয়ে, জড়িমাযুক্ত জিহ্বায়, আমি যদি বা তাহাই বলি, কে তাহাতে শ্রদ্ধা করিবে ॥৩৯॥

"যে চন্দ্রমার উত্তাপের কথা বলে, বা যে তাহাতে বিশ্বাস করে, হে দোষজ্ঞ, সেই আপনার দোষের কথা বলিতে পারে ॥৪০॥

"আপনি সতত অনুকম্পান্বিত এবং নিত্য করুণার্দ্রহৃদয়। স্নেহশীল জনগণকে ত্যাগ করা আপনার যোগ্য নহে। হে ধীর, প্রসন্ন হউন, গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন" ॥৪১॥

শোকাভিভূত ছন্দকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, স্থিরচিত্ত কুমার, পরমধীরতার সহিত বলিলেন ॥৪২॥

"হে ছন্দক, আমার বিয়োগজনিত এই সন্তাপ পরিত্যাগ করো। পৃথক পৃথক জন্মবিশিষ্ট জীবগণের বিচ্ছেদ নিয়তই দৃষ্ট হইতেছে ॥৪৩॥

"আমি যদি স্নেহবশত স্বজনগণকে ত্যাগ নাও করি, শক্তি-হীন আমাদিগকে মৃত্যু বলপূর্বক পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে ॥৪৪॥

"মহতী তৃষ্ণা ও বহু দুঃখের সহিত যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, আমার সেই ব্যর্থপ্রযত্না জননী আজ কোথায়। আর আমিই বা কোথায় ॥৪৫॥

"পক্ষিগণ যেমন বাস-বৃক্ষে সমাগত হইয়া, পরে অন্যত্র চলিয়া যায়, জীবসমাগমও সেইরূপ নিয়ত বিয়োগান্ত ॥৪৬॥

"মেঘসমূহ যেরূপ সমাগত হইয়া পুনরায় অপগত হয়, মনে হইতেছে প্রাণিগণের মিলন ও বিরহও ঠিক সেইরূপ ॥৪৭॥

"যখন পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই এই জগৎ চলিতেছে, তখন এই স্বপ্নসম সমাগমের সময়, কাহাকেও নিজের জ্ঞান করা উচিত নহে ॥৪৮॥

"পাদপগণের যখন সহজাত পর্ণরাগের সহিতও বিচ্ছেদ হয়,

তখন পরস্পর ভিন্নপ্রকৃতি মানবগণের মধ্যে কেননা বিচ্ছেদ হইবে ॥৪৯॥

"হে সৌম্য, জগৎ যখন এইরূপ, তখন আর সন্তাপ করিয়ো না। নিবৃত্ত হও। তোমার স্নেহ যদি স্থায়ী হয়, এখন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আগমন করিয়ো ॥৫০॥

"কপিলবস্তুতে আমার জন্য যাঁহারা পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের বলিয়ো— 'তাঁহার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন' ॥৫১॥

"হয় তিনি জরা মরণ ক্ষয় করিয়া শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন, নয় জ্ঞাতিবন্ধুহীন একাকী অকৃতার্থ হইয়া বিনষ্ট হইবেন'" ॥৫২॥

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তুরগোত্তম কন্থক, জিহ্বার দ্বারা তাঁহার পদলেহন করিল, এবং উষ্ণ বাষ্প মোচন করিতে লাগিল ॥৫৩॥

কুমার, জালবদ্ধ স্বস্তিকচিহ্নিত, মধ্যে চক্রসমন্বিত, পাণির দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া বয়স্যের ন্যায় বলিলেন ॥৫৪

"হে কন্থক, তুমি অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব। তোমার আচরণে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বাষ্প মোচন করিয়ো না। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো। তোমার এই শ্রম শীঘ্রই সফল হইবে" ॥৫৫॥

অনন্তর সেই ধীরকুমার, ছন্দককরস্থিত, মণিভূষিতমুষ্টি, স্বর্ণখচিত, সুচিত্রিত, শাণিত অসি, গ্রহণ করিয়া, বিল হইতে সর্পের ন্যায়, কোষ হইতে তাহাকে বহির্গত করিলেন ॥৫৬॥

নীলোৎপলপত্রের ন্যায় নীলবর্ণ সেই অসি নিষ্কাশিত করিয়া, মনোরম কেশচূড় ছেদনপূর্বক, অংশুবিকিরণকারী সেই অসি, সরোবরে হংসের ন্যায়, অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন ॥৫৭॥

স্বর্গবাসিগণ সেই উৎক্ষিপ্ত অসি, পূজাভিলাষে ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলেন। দ্যুলোকে দেবগণ দিব্য অনুষ্ঠানসহ তাহার যথোচিত পূজা করিলেন ॥৫৮॥

অলংকারসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, শিরোদেশ হইতে শ্রী নির্বাসিত করিয়া, নিজ কাঞ্চনহংসচিত্রিত বসন লক্ষ্য করিয়া, সেই ধীর, তপোবনবাসোপযোগী বাস আকাঙ্ক্ষা করিলেন ॥৫৯॥

বিশুদ্ধভাব এক দেবতা, তাঁহার মনোভাব বিদিত হইয়া মৃগব্যাধবেশে, কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। শাক্যরাজতনয় তাঁহাকে বলিলেন ॥৬০॥

"এই মাঙ্গলিক কাষায় বস্ত্র ঋষির চিহ্ন, ইহা এবং তোমার হিংস্র ধনু একত্রে থাকিবার যোগ্য নহে। অতএব হে সৌম্য, যদি তোমার ইহাতে আসক্তি না থাকে, আমাকে ইহা দান করো এবং আমার এই বস্ত্র গ্রহণ করো" ॥৬১

ব্যাধ বলিলেন—"হে কামদ, ইহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া, মৃগগণের সমীপস্থ হইয়া, আমি তাহাদের হনন করি। তথাপি তোমার যদি ইহাতে প্রয়োজন থাকে, হে শক্রোপম, গ্রহণ করো ও তোমার শুক্লবাস আমাকে প্রদান করো" ॥৬২॥

অনন্তর, তিনি অতি আনন্দের সহিত, সেই তপোবনোপযোগী বসন গ্রহণ ও নিজ বসন পরিত্যাগ করিলেন। ব্যাধও

সেই শুক্ল বসন গ্রহণ করিয়া, দিব্যশরীর ধারণপূর্বক, স্বর্গে গমন করিলেন ॥৬৩॥

তখন কুমার ও সেই অশ্বরক্ষক, তাঁহাকে সেইভাবে যাইতে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন এবং সেই আরণ্যক (কাষায়) বস্ত্রকে তৎক্ষণাৎ বারংবার ভক্তি প্রদর্শন করিলেন ॥৬৪॥

অনন্তর, অশ্রুপরিপ্লুত ছন্দককে পরিত্যাগ করিয়া, কাষায়-ধারী ধীর, কীর্তিমান, মহাত্মা, সন্ধ্যাকালীন মেঘাবৃত চন্দ্রমার ন্যায়, তপোবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥৬৫॥

অতঃপর মলিনবসনধারী, রাজ্যস্পৃহাহীন প্রভুকে তপোবনে গমন করিতে দেখিয়া, সেই অশ্বরক্ষক হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বে উত্তোলন-পূর্বক, ভীষণ রোদন করিতে করিতে, ভূমিতে নিপতিত হইল ॥৬৬॥

প্রভুর প্রতি পুনর্বার দৃষ্টিপাত করত, বাহুর দ্বারা কন্থককে আলিঙ্গন করিয়া, সে সশব্দে রোদন করিতে লাগিল। অবশেষে নিরাশ হৃদয়ে বারংবার বিলাপ করিতে করিতে দেহখানা কোনোরূপে বহন করিয়া, নগরাভিমুখে গমন করিল। মন তাহার সেখানেই পড়িয়া রহিল ॥৬৭॥

পথে, কখনো সে ভাবিতে লাগিল। কখনো বিলাপ করিতে লাগিল। কখনো স্খলিত হইল। কখনো বা নিপতিত হইল। ভক্তিবশত, শোকার্ত হইয়া চলিতে চলিতে, অবশচিত্তে এইরূপ বহু ক্রিয়াই সে করিতে লাগিল ॥৬৮॥

সপ্তম সর্গ

বনগমনাকাঙ্ক্ষায়, অন্য সকল বিষয়ে নিরাসক্ত, কুমার সর্বার্থসিদ্ধ, অশ্রুপ্লাবিতবদন, রোরুদ্যমান ছন্দককে ত্যাগ করিয়া, তাঁহার দেহকান্তির দ্বারা আশ্রম অভিভূত করিয়া, সিদ্ধের ন্যায় সেখানে প্রবেশ করিলেন ॥১॥

মৃগরাজ-গতি রাজপুত্র, মৃগের ন্যায় সেই মৃগগণের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া শ্রীহীন হইয়াও দেহশ্রীর দ্বারা, আশ্রমবাসী সকলের চক্ষু হরণ করিলেন ॥২॥

সস্ত্রীক চক্রধরগণ (এক শ্রেণীর তপস্বী) হস্তে যুগকাষ্ঠ (জোয়াল) লইয়া, কৌতূহলে যিনি যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারবাহী বৃষের ন্যায়, অর্ধাবনতশিরে তাঁহারা সেই ইন্দ্রপ্রতিম রাজকুমারকে দেখিতে লাগিলেন। সেখান হইতে সরিলেন না ॥৩॥

কাষ্ঠ সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত বিপ্রগণ, সমিৎ, পুষ্প ও কুশ হস্তে প্রত্যাগত হইয়া, তপঃপ্রধান ও বিজ্ঞ হইয়াও তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন; মঠে ফিরিলেন না ॥৪॥

ময়ূরগণ আনন্দে উত্থিত হইতে লাগিল। নীল জলদরাশি দেখিয়া তাহারা যেরূপ কেকাধ্বনি করে, তাঁহাকে দেখিয়াও সেইরূপ কেকাধ্বনি করিতে লাগিল। শষ্প ত্যাগ করিয়া

চঞ্চলনয়ন মৃগগণ ও মৃগচারিগণ (এক শ্রেণীর তাপস), তাঁহার অভিমুখে গমন করিল ॥৫॥

উদীয়মান অংশুমালীর ন্যায় উজ্জ্বল, ইক্ষ্বাকুকুলপ্রদীপ সেই রাজপুত্রকে দেখিয়া প্রমুদিত হইয়া, দোহন সমাপ্ত হইলেও, হোমধেনুগণ পুনরায় দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে লাগিল ॥৬॥

তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়বশত মুনিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ; "ইনি কি অষ্টবসুদিগের কেহ। না অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের অন্যতর স্বর্গ হইতে এখানে আগত হইয়াছেন" ॥৭॥

দেবরাজের দ্বিতীয় দেহের ন্যায়, চরাচর লোকের আশ্রয়-স্বরূপ, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ সূর্যের ন্যায়, সমুদয় বন দীপ্ত করিতে লাগিলেন ॥৮॥

অনন্তর আশ্রমবাসিগণের দ্বারা যথোচিত অভ্যর্চিত ও উপনিমন্ত্রিত হইয়া, তিনি অম্বুপরিপূর্ণ অম্বুদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেই ধর্মভৃদ্‌গণের প্রত্যর্চনা করিলেন ॥৯॥

বিচিত্র তপশ্চর্যা নিরীক্ষণ করিতে করিতে, সেই ধীর মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কুমার, স্বর্গাকাঙ্ক্ষী পুণ্যকৃৎ জনপূর্ণ সেই আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১০॥

সৌম্যমূর্তি কুমার, তপোবনে তপোধনগণের নানারূপ তপস্যা নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, অনুগমনকারী এক তপস্বীকে কহিলেন ॥১১॥

"অদ্যই আমার প্রথম আশ্রম দর্শন। আমি এই ধর্মবিধি অবগত নহি। অতএব যাহাতে আপনারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

আপনাদের সেই সংকল্প কী, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন" ॥১২॥

তখন তপোরত সেই দ্বিজ, ঋষভবিক্রম সেই শাক্যর্ষভকে, তপোবিশেষ ও তপস্যার ফল, ক্রমে ক্রমে কহিতে লাগিলেন ॥১৩॥

"সলিলে উৎপন্ন বন্য (অকৃষি-উৎপন্ন) অন্ন (খাদ্য), ফলমূল, পত্র ও জল— শাস্ত্রানুসারে ইহাই মুনিগণের বৃত্তি। তপস্যা-বিভেদে ইহাও ভিন্ন হয় ॥১৪॥

"কেহ বিহঙ্গের ন্যায় উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করেন, কেহ বা মৃগের ন্যায় তৃণ ভক্ষণ করেন, কেহ বা বল্মীকে পরিণত হইয়া, ভুজঙ্গের সহিত বায়ুভক্ষী হইয়া অবস্থান করেন ॥১৫॥

"কেহ প্রস্তরের দ্বারা বহুপ্রযত্নে (ভগ্ন বা চূর্ণ করিয়া) যাহা অর্জন করেন, তাহাই আহার করেন। কেহ বা আপনার দন্তের দ্বারা তুষ অপহৃত করিয়া অন্ন ভক্ষণ করেন, কেহ বা পরের জন্য পাক করিয়া, যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আহার করেন ॥১৬॥

"কোনো দ্বিজ, জলসিক্ত জটাকলাপ ধারণ করিয়া, মন্ত্রসহ দুইবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। কেহ বা মীনের ন্যায় জলমধ্যে, কূর্মগণ কর্তৃক বিক্ষতদেহে বাস করেন ॥১৭॥

"এইরূপে যথাসময়ে সঞ্চিত শ্রেষ্ঠ (পরা) তপস্যার দ্বারা কেহ বা স্বর্গে গমন করেন, এবং (অপেক্ষাকৃত) নিকৃষ্ট (অপরা)

তপস্যার দ্বারা কেহ বা নরলোকেই আগমন করেন। ক্লেশ-দায়ক পথের দ্বারাই সুখ লাভ করা যায়। দুঃখই ধর্মের মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে" ॥১৮॥

রাজকুমার তপোধনের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া (তখনও) তত্ত্বদর্শী না হইলেও, সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে আত্মগতভাবে বলিতে লাগিলেন ॥১৯॥

"এই বিবিধ প্রকারের সমস্ত তপস্যাই দুঃখাত্মক, এবং তপস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলও মাত্র স্বর্গলাভ। স্বর্গাদি লোকমাত্রই ক্ষয়শীল। সুতরাং আশ্রমবাসিগণের এই যে শ্রম, ইহার ফল অতি সামান্য ॥২০॥

"স্ত্রী, বন্ধু, বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা স্বর্গহেতু এইরূপ নিয়ম পালন করে, তাহারা এই বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পুনরায় অধিকতর বন্ধনের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করে ॥২১॥

"তপোনামক এই শরীরক্লেশের দ্বারা, যে বিষয় ভোগের জন্য পুনর্জন্ম (উত্তম কুলে বা উত্তম লোকে) আকাঙ্ক্ষা করে, সে সংসারের দোষ পরীক্ষা না করিয়াই, দুঃখের দ্বারা দুঃখই অন্বেষণ করে ॥২২॥

"মৃত্যুকে জীবগণ সততই ভয় করে। অথচ তাহারা পুনর্জন্মও সততই আকাঙ্ক্ষা করে। জন্ম থাকিলে মৃত্যু যখন ধ্রুব, তখন যাহাতে তাহাদের ভয়, তাহাতেই তাহারা মগ্ন হয় ॥২৩॥

"কেহ ইহলোকের (সুখের) নিমিত্ত কষ্ট করে, কেহ স্বর্গার্থে পরিশ্রম করে। সুখের আশা করিয়া দুর্ভাগ্য জীবগণ অকৃতার্থ হইয়া অনর্থেই পতিত হয় ॥২৪॥

"হীন যাহা, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরের অভিমুখে গমনপ্রচেষ্টা, কখনোই গর্হিত নহে। কিন্তু প্রাজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহাদের এই শ্রমের দ্বারাই এমন কিছু করা উচিত, যাহাতে আর কিছু করিবার প্রয়োজন থাকে না ॥২৫॥

"এখানে, শরীরপীড়াই যদি ধর্ম হয়, শরীরের সুখই তাহা হইলে অধর্ম হইবে। ধর্মাচরণ যদি পরলোকে সুখলাভের নিমিত্তই হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে এখানে ধর্ম হইতে অধর্মই ফলিতেছে ॥২৬॥

"শরীর যখন চিত্তেরই বশীভূত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়, তখন চিত্তকেই সংযত করা উচিত। চিত্ত ব্যতীত শরীর কাষ্ঠতুল্য ॥২৭॥

"আহারশুদ্ধির দ্বারাই যদি পুণ্য লাভ হয়, তবে মৃগগণেরও পুণ্য হইতেছে। এবং যাহারা সত্য সত্যই অধার্মিক (ধর্মের ফলভোগের বহির্ভূত) কিন্তু ভাগ্যদোষে বিষয়ভোগে বঞ্চিত— তাহাদেরও পুণ্য হইতেছে ॥২৮॥

"যদি বলেন, দুঃখ পুণ্যের কারণ নহে, কিন্তু দুঃখের মধ্যে চিত্তের যে অভিপ্রায় রহিয়াছে, তাহাই পুণ্যের কারণ, ইহার উত্তর এই যে, দুঃখে থাকিয়া অভিপ্রায় থাকিলে যদি পুণ্য হয়, তবে সুখে থাকিয়া অভিপ্রায় থাকিলেই পুণ্য হইবে। এরূপ

অবস্থায় সুখে থাকিয়াই সেই অভিপ্রায় করা কর্তব্য। যদি বলেন, সুখে থাকিয়া অভিপ্রায় করিলেই পুণ্য হইবে, ইহা প্রামাণিক নহে, তাহার উত্তর এই যে, দুঃখে থাকিয়া অভিপ্রায় করিলে পুণ্য হইবে, ইহাও প্রামাণিক নহে ॥২৯॥

"যাহারা কর্মশুদ্ধির জন্য, 'ইহা তীর্থ', এই মনে করিয়া জল স্পর্শ করে (জলে অবগাহন করে), তাহাদের হৃদয়ে এই সন্তোষ মাত্রই থাকে। জল পাপীকে কখনো পবিত্র করিতে পারে না ॥৩০॥

"গুণবানেরা যে-যে-স্থানে জল স্পর্শ করিয়াছেন, সেই সব স্থানকেই যদি পৃথিবীতে তীর্থ মনে করা হয়, তবে গুণবানগণের গুণকেই আমি তীর্থ জ্ঞান করি। কারণ জল নিঃসংশয়ে জলই" ॥৩১॥

তিনি এইরূপ বহু যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন। এদিকে সূর্যও অস্তাচলে গমন করিল। তিনি তখন তপের দ্বারা প্রশান্ত, হবির্ধূমের দ্বারা বিবর্ণবৃক্ষবিশিষ্ট সেই বনে প্রবেশ করিলেন ॥৩২॥

স্নান সমাপন করিয়া ঋষিগণ চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছেন। দেবালয়সমূহে জপধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি অন্যত্র লইয়া যাওয়া হইতেছে। মনে হইতেছে ইহা যেন এক ধর্মের কর্মশালা ॥৩৩॥

মুনিগণের তপস্যাসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই নিশাকর-প্রতিম কুমার, কয়েক নিশা সেই স্থানে বাস করিলেন। সেখানে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া, তপস্যা বিষয় জ্ঞাত হইয়া, তিনি সেই তপঃক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন ॥৩৪॥

মহর্ষিগণ যেমন অনার্যের দ্বারা অভিভূত দেশ হইতে গম্যমান ধর্মকে অনুসরণ করেন, তাঁহার রূপ ও মাহাত্ম্যে আকৃষ্টচিত্ত আশ্রমবাসিগণ তাঁহাকেও তেমনি অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

অনন্তর তিনি জটা বল্কল ও চীরবাসযুত সেই তপোধন-গণকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের তপস্যার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হইয়া, মার্গস্থিত এক মনোরম মাঙ্গলিক বৃক্ষতলে অবস্থান করিলেন ॥৩৬॥

তখন আশ্রমবাসিগণ সেই নরোত্তমের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে বেষ্টনপূর্বক অবস্থিত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরম সমাদরে, ধীর মধুরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন ॥৩৭॥

"আপনার আগমনে আশ্রম যেন পূর্ণ হইয়াছিল। আপনি প্রস্থান করাতে যেন শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। অতএব হে তাত, বাঞ্ছিত আয়ু যেরূপ জীবনাভিলাষীর দেহকে ত্যাগ করে, সেইভাবে ইহাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত হইবে না ॥৩৮॥

"সমীপেই ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি সুরর্ষিসেবিত পুণ্য হিমবান শৈল রহিয়াছে। ইহার সন্নিকর্ষহেতু তপোধনগণের তপস্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥৩৯॥

"ইহার চতুর্দিকে, নভস্তলের সোপানভূত, ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, দেবর্ষি এবং মহর্ষিসেবিত পুণ্যতীর্থসমূহও রহিয়াছে ॥৪০॥

"উৎকৃষ্টতর ধর্মলাভের জন্য, ইহার উত্তরদিকে গমন করা উচিত। কিন্তু ইহার দক্ষিণে বুধগণের পদমাত্রও গমন করা প্রশস্ত নহে ॥৪১॥

"আপনি কি এই তপোবনে কাহাকেও নিষ্ক্রিয়, সংকীর্ণধর্মা, পতিত বা অশুচি দেখিয়াছেন, যে, আপনার এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনি ইহা বলুন, আপনার এই আশ্রমে বাস করিতে অভিরুচি হউক ॥৪২॥

"ইঁহারা সকলেই, সমস্ত তপের আধারস্বরূপ আপনাকে, ইঁহাদিগের তপঃসহায় কামনা করেন। ইন্দ্রসম আপনার সহিত বাস করিলে বৃহস্পতির অভ্যুদয় হইবে" ॥৪৩॥

পুনর্জন্মনাশে কৃতপ্রতিজ্ঞ সেই মনীষিশ্রেষ্ঠ, তপস্বিগণমধ্যে তপস্বিশ্রেষ্ঠের দ্বারা এইরূপ অভিহিত হইয়া, নিজ অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলেন ॥৪৪॥

"ধার্মিক সরলপ্রকৃতি মুনিগণ, তাঁহাদের অতিথিবাৎসল্যের জন্য সকলেরই নিকট স্বজন-সদৃশ। আমার প্রতি আপনাদের অন্তরের এই ভাব দেখিয়া, আমি অত্যন্ত প্রীত ও সম্মানিত হইয়াছি ॥৪৫॥

"অধিক কী কহিব, এইরূপ স্নিগ্ধ হৃদয়ংগম বাক্যের দ্বারা আমি যেন স্নাত হইলাম। সদ্য ধর্মপথের পথিক আমি, ধর্মের প্রতি প্রীতি, এখন আমার অধিকতর বর্ধিত হইল ॥৪৬॥

"এইরূপ কর্মে প্রবৃত্ত, সর্বজনশরণ্য আপনারা আমার প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। আপনাদের আমি

ত্যাগ করিয়া যাইতেছি— ইহাতে বন্ধুত্যাগের ন্যায় আমার দুঃখ হইতেছে ॥৪৭॥

"স্বর্গলাভের নিমিত্তই আপনাদের এই ধর্ম। কিন্তু যাহাতে পুনর্জন্ম না হয়, তাহাই আমার অভিলাষ। সেইজন্য এই বনে বাস করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। প্রবৃত্তিধর্ম হইতে নিবৃত্তিধর্ম যে ভিন্ন প্রকৃতির ॥৪৮॥

"আমার নিজের অসন্তোষবশত, বা অন্যের অত্যাচারে, যে আমি এই বন হইতে চলিয়া যাইতেছি, তাহা নহে; আপনারা পূর্বযুগানুরূপ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং সকলেই আপনারা মহর্ষিসদৃশ" ॥৪৯॥

অনন্তর, কুমারের সেই সমীচীন, অর্থপরিপূর্ণ, সুস্নিগ্ধ, ওজস্বী ও গর্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তপস্বিগণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥৫০॥

অতঃপর ভস্মশায়ী, দীর্ঘদেহ, শিখাধারী, বল্কলবাসপরিহিত ঈষৎ পিঙ্গলাক্ষ, কৃশ ও দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট, কুণ্ডধারী এক দ্বিজ বলিলেন ॥৫১॥

"হে ধীমন, আপনার এই সংকল্প সত্যই বিরাট। যেহেতু আপনি যুবা হইয়াও জন্মগ্রহণের দোষ দর্শন করিয়াছেন। স্বর্গ ও মোক্ষ সম্যক বিচার করিয়া যাহার মুক্তিলাভে মতি হয় সেই ধন্য ॥৫২॥

"কামাসক্ত ব্যক্তি এই সকল যজ্ঞ, তপস্যা ও নিয়মের দ্বারা, স্বর্গগমনের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তি, রিপুর

ন্যায় আসক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া মোক্ষলাভ ইচ্ছা করে ॥৫৩॥

"ইহাই যদি আপনার স্থির অভিপ্রায়, তাহা হইলে আপনি সত্বর বিন্ধ্যকোষ্ঠে গমন করুন। সেখানে পরম শ্রেয়ে লব্ধদৃষ্টি অরাড় মুনি বাস করেন ॥৫৪॥

"তাঁহার নিকট হইতে আপনি তত্ত্বমার্গ (সাংখ্য) শ্রবণ করিবেন। এবং যদি অভিরুচি হয়, গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আপনার যেরূপ মতি দেখিতেছি, তাহাতে ইহা তাঁহার বুদ্ধিকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে ॥৫৫॥

"ঋজু উচ্চ নাসিকা, দীর্ঘ বৃহৎ অক্ষি, তাম্রবর্ণ অধরোষ্ঠ, শুভ্র তীক্ষ্ণ দন্তরাজি, তনু লোহিত জিহ্বা বিশিষ্ট এই আনন, সমুদয় জ্ঞেয়ার্ণব পান করিবে ॥৫৬॥

"আপনার যে-অগাধ গাম্ভীর্য ও দীপ্তি, এবং আপনার মধ্যে যে-সকল লক্ষণ বর্তমান, তাহাতে পৃথিবীতে আপনি এরূপ আচার্যের পদ প্রাপ্ত হইবেন, যাহা পূর্বযুগে ঋষিগণও লাভ করেন নাই" ॥৫৭॥

'উত্তম', এই বলিয়া, কুমার ঋষিগণকে অভিনন্দন করিয়া নির্গত হইলেন। সেই আশ্রমবাসিগণও যথাবিধি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া, তপোবনে প্রবেশ করিলেন ॥৫৮॥